NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস ১১ই অগস্ট উপলক্ষে বিশেষ

ডার্বির আগে কলকাতা লিগে বড় জয় মোহনবাগানের ৮

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৩ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.8.2023, Vol.17, Issue No.62, 8 Pages, Price 3.00

অনাস্থা বিতর্কে স্বভাবসিদ্ধ জবাবি ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

অধীরের মন্তব্যে ভর করেই বিরোধী আক্রমণে মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: বুধবার খোঁচা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার একই প্রসঙ্গ তুলে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীকে কটাক্ষ করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন লোকসভায় শেষ হল মোদির জবাবি বক্তৃতা। বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেল ভোটাভুটিতে। স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়ে দিলেন, সংখ্যা গরিষ্ঠতায় অনাস্থার বিপক্ষেই ভোট গিয়েছে বেশি।

লোকসভায় অনাস্থা বিতর্কের জবাবি ভাষণ দিতে উঠে মোদি শুরুই করেন অধীরকে দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে 'অধীরবাবু' সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'এই অনাস্থা-বিতর্কে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, যা আগে কখনও দেখিনি, শুনিনি এমনকি, কল্পনাও করিনি! বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার নাম প্রথমে বক্তাদের তালিকাতেও ছিল না!' তার পরেই কংগ্রেস সাংসদদের লক্ষ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের দুর্বলতা কোথায়? কেন অধীরবাবুকে কোণঠাসা করছেন? জানি না, কলকাতা থেকে কোনও ফোন এসেছে কি না!' অর্থাৎ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে অধীরের দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিনের এবং সুবিদিত, তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বকে অধীরকে বক্তা তালিকায় না-রাখার কথা বলেছেন কি না।

মোদি যা বলেছেন, তা অধীরের 'বিড়ম্বনা' বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। কখনও নাম না-করে মমতার প্রসঙ্গ তুলেছেন আবার কখনও ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অধীরের উদ্দেশে বলেছেন, 'মনে করে দেখুন, এই বামপন্থীরা আপনাকে সেই ভোটে হারিয়ে দিয়েছিল। এখন তাঁদের সঙ্গে আপনাকে জোট করতে হচ্ছে! অতীতের কথা এত সহজে ভুলে গেলেন?'

অন্যদিকে, বুধবারই রাহুল গান্ধি তাঁকে 'ভারতমাতার খুনি' বলে তোপ দেগেছিলেন। প্রত্যাশামতোই বৃহস্পতিবার মোদি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র সুরে আক্রমণের পথে গেলেন। একদিকে তাঁর সরকারের সাফল্যের খতিয়ান, অন্যদিকে ২০২৪ সালে আগের রেকর্ডও ভেঙে দিয়ে নতুন সরকার গড়ার দাবি। পাশাপাশি বিরোধীদের 'অপশব্দে'র বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তিনি। করলেন ব্যাঙ্গও। স্বমেজাজে ধরা দিলেন এনডিএ সাংসদদের তোলা 'মোদি মোদি' ধ্বনির মধ্যে।

এদিন মোদি বলেন, বিরোধীরা এমনকী এমনও স্লোগান দিয়েছেন 'মোদি তেরি কবরা খুদেগি।' অর্থাৎ মোদি, আপনার কবর খোঁড়া হবে। এই ধরনের 'অপশব্দ' প্রয়োগের তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে ধরনের 'অসংসদীয়, অপশব্দ' ব্যবহার করা হয়েছে তাকে তিনি 'টনিক' হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন, বিরোধীদের আচরণ 'উটপাখির মতো'। তাঁর মতে, বিরোধীরা যখনই কোনও কিছুর নিন্দা করেন, তখন তা আরও ভালভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মোদিকে বলতে শোনা যায়, 'বিরোধীরা একধরনের 'গোপন আশীর্বাদ করেন। তাঁরা কারও খারাপ কামনা করলে তাঁদের সঙ্গে ভালই হয়।' আর এরপরই তিনি বলেন, 'আমিই এর প্রমাণ যে বিরোধীরা যাঁকে গালাগালি করে, তাঁর উন্নতি হয়। ২০ বছর হয়ে গেল। কী না হল। কিন্তু উন্নতিই হয়েছে।'

আগেও একাধিকবার ইন্ডিয়া জোটকে নানাভাবে কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন এই জোটকে। অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি ভাষণেও সেই একই কৌশল নিলেন মোদি। জোটের নাম নিয়ে আক্রমণের পর বিরোধীদের দুর্নীতি নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অহংকারীদের এই জোটে সকলেই প্রধানমন্ত্রী হতে চান। এই জোট আসলে মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, তোষণের গ্যারান্টি দেবে। কিন্তু মোদির গ্যারান্টি হল, ক্ষমতায় ফিরে দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তুলব।'

অসংসদীয় আচরণ, সাসপেন্ড অধীর চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে। বৃহস্পতিবার সংসদের তাঁর আচরণের জন্য স্পিকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। তাঁর বিরুদ্ধে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগ তুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হল। প্রিভিলেজ কমিটিতে অধীর চৌধুরী সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। পালটা রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত সংসদ থেকে সাসপেন্ড থাকবেন কংগ্রেস সাংসদ। বৃহস্পতিবার সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবে দীর্ঘ ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিযোগ, সেসময় বারবার কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা তাঁকে টিপ্পনি করছিলেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে 'স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিরক্ত করা'র মতো অভিযোগ আনেন। এরপরই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। এনিয়ে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর বক্তব্য, বিরোধী সাংসদদের এভাবে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে বিজেপি ভীত এবং সেই কারণে তাঁদের কাজেকর্মে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু এভাবে আমাদের পিছু হঠানো যাবে না। আমরা প্রতিবাদের স্বর আরও উঁচুতে তুলব এবং দিনশেষে আমরাই জিতব।'

স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল স্বপ্নদীপের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

মৃত্যু ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন, গেলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর। বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। ইতিমধ্যেই যাদবপুর থানা অস্বাভাবিক মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে স্বপ্নদীপের মৃত্যুতে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে যথেষ্ট ধোঁয়াশা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন পড়ুয়াদের দাবি, এটি একটি র‍্যাগিংয়ের ঘটনা এবং এই অভিযোগ সম্পর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অবগত। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, লিখিত কোনও অভিযোগ এলে অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড এবং অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল এই বিষয়ে তদন্ত করবে। এদিকে এই মৃত্যুর মৃত্যুর ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। 'দুঃখ ও লজ্জা' প্রকাশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্টেল পরিচালনার বিষয়ে একাধিক দাবিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তরফ থেকে করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সকলে শোকস্তব্ধ। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুরহস্যে নতুন মোড়। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রকাশ্যে এসেছে মৃত ছাত্রের ময়নাতদন্তের রিপোর্টও। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে মৃত্যুর আগে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন স্বপ্নদীপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তেমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তিনি নাকি বার বার বলছিলেন, 'আমি সমকামী নই।' পুলিশ এ-ও জানতে পেরেছে, হস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে যাওয়ার সময় স্বপ্নদীপের হাত ধরে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন হস্টেলেরই এক কাশ্মীরি পড়ুয়া। তবে স্বপ্নদীপকে বাঁচানো যায়নি। হাত ফস্কে নীচে পড়ে যান তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হস্টেলেও গিয়েছেন তিনি।

স্বপ্নদীপের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রের মাথার বাঁ দিকের হাড়ে চিড় ধরেছিল। বাঁ দিকের পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায়। সেই কারণেই অভ্যন্তরীণ আঘাত গুরুতর হয়ে উঠেছিল। ভেঙেছিল কোমরও। তবে তাঁর শরীরে মদ্যপানের কোনও প্রমাণ মেলেনি। সাধারণ খাবারই খেয়েছিলেন স্বপ্নদীপ।

ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, বুধবার সন্ধ্যা থেকেই স্বপ্নদীপের আচরণ ছিল অস্বাভাবিক। কোনও নির্দিষ্ট কারণে তিনি খুব ভয় পাচ্ছিলেন। বার বার বলছিলেন, 'আই অ্যাম নট গে' (আমি সমকামী নই)। এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাতে বার বার স্বপ্নদীপ শৌচাগারে যাচ্ছিলেন বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। সেই কারণে তাঁর পরনে ছিল গামছা।

মেন হস্টেলের এ-২ ব্লকের ৬৮ নম্বর ঘরে অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের অতিথি হিসাবে থাকছিলেন স্বপ্নদীপ। একটি ঘরে ছিলেন চার জন ছাত্র। স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক আচরণের কথা জানাতে ডিন অফ স্টুডেন্টসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন অন্য ছাত্রেরা। প্রথম বার যোগাযোগ করা গিয়েছিল। কিন্তু রাত ১১টার পরে আর ডিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর বাড়ি নদিয়ার বগুলায়। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বাংলা নিয়ে স্নাতক স্তরে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় এরপরই দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী বেসরকারি একটি হাসপাতালে। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম-এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ দ্বিতীয়বার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। এরপরই মৃত্যু হয় তাঁর।

'আমি ভালো নেই মা...'

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বপ্নদীপের মামা অরূপ কুণ্ডু জানান, মৃত্যুর আগে মা-কে ফোন করেছিলেন ওই ছাত্র। বলেছিলেন, 'আমি ভাল নেই মা। আমার খুব ভয় করছে। তুমি এসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ এই কথা হয়েছিল। তারপর ফোন করলেও স্বপ্নদীপ আর ফোন ধরেননি বলেই দাবি তাঁর মামার। ঘণ্টাখানেক পর হস্টেল থেকে ফোন যায় বাড়িতে। জানানো হয়, ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন স্বপ্নদীপ। সেই কারণেই আত্মহত্যার তত্ত্ব মানতে নারাজ ছাত্রের পরিবার। স্বপ্নদীপের মামা বলছেন, 'আমাদের সন্দেহ তো হচ্ছেই। ও সুইসাইড কেন করবে? যে মায়ের সঙ্গে কথা বলল, সে কীভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সুইসাইড করতে পারে? পাগল তো নয়।' এই প্রসঙ্গেই অরূপবাবুর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নিয়ে কোনও অসুবিধা ছিল না স্বপ্নদীপের। বাবাকে ফোন করে নাকি ওই ছাত্র জানিয়েছিলেন যে ক্লাস করে তিনি খুশি। র‍্যাগিং না হলে এমনটা ঘটত না বলেই মনে করছেন অরূপবাবু। তদন্ত চেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি লিখেছেন পড়ুয়ার মামা। ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও ডিএসও-র তরফেও র‍্যাগিং-এর অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁদের দাবি, বারবার র‍্যাগিং-এর অভিযোগ উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। হস্টেল সুপার থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সব বাম ছাত্র সংগঠন।

স্ক্যানারে ৪ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। এরই পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেও বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক সুবিনয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগের অধ্যাপকরা ছাড়াও প্রতিটি ছাত্র সংসদের একজন করে প্রতিনিধি রাখা হচ্ছে। সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষক সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধিকেও রাখা হচ্ছে কমিটিতে। তদন্ত কমিটিতে থাকছেন মেডিক্যাল অফিসার মিতালি দেবও। স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর সঙ্গে বুধবার রাতে মেন হোস্টেলে ঠিক কী হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতে চাইছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কমিটি। স্বপ্নদীপের সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে এই কমিটি।

বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় দেশে তৃতীয় স্থানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যকে পিছনে ফেলে বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় উপরে স্থান করে নিল বাংলা। ভিনদেশী পর্যটক সমাগমের নিরিখে দেশের মধ্যে এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছে এই রাজ্য। পর্যটন শিল্পের রাজ্যের এই অগ্রগতির স্বীকৃতি দিয়েছে খোদ কেন্দ্রের পর্যটন মন্ত্রক। তাদের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে এ পর্যন্ত রাজ্যে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ভিনদেশী পর্যটক এসেছেন। সারাদেশে যে সংখ্যক বিদেশীরা এসেছেন তাদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশের পদার্পণ ঘটেছে এ রাজ্যে। পর্যটন মন্ত্রকের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে বিদেশি পর্যটক সমাগমের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল গোটা দেশের মধ্যে পঞ্চম। ২০২০- ২১ সালে কোভিড অতিমারির বাড়বাড়ন্তের দরুণ সব জায়গার মতো এখানেও পর্যটন শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন বিমান যোগাযোগ স্তব্ধ থাকায় বিদেশি অতিথি সমাগমের তো প্রশ্নই ছিল না। তবে অতিমারি আতঙ্ক কেটে যাওয়ার পরে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহায়তায় খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে এ রাজ্যের পর্যটন শিল্প। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের রিপোর্টেই তা পরিষ্কার। ২০১৯ সালে যেখানে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো রাজ্য বাংলার থেকে এগিয়ে ছিল, সেখানে ২০২২- এ এইসব রাজ্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ। শুধু তাই নয় পিছনে ফেলে দিয়েছে কেরল, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের মত পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় রাজ্যগুলোকে। এখন বিদেশি পর্যটকদের সমাগমে নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের আগে মাত্র দু'টি রাজ্য রয়েছে। যারা হল যথাক্রমে গুজরাত ও রাজস্থান। খুব তাড়াতাড়ি এই দুই রাজ্যকেও পিছনে ফেলে বাংলা পর্যটনে এক নম্বর স্থান দখল করবে বলে আশাবাদী রাজ্য পর্যটন দপ্তরের কর্তারা। পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার দরুণ অভাবনীয় ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প। আগামী দিনে এরকম অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য।' রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশনস ইন ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ফেইথ-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আগামী আট বছর ওই সংস্থা রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পর্যটন উন্নয়নের রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে কাজ করবে। অভ্যন্তরীণ পর্যটক সমাগমের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন রয়েছে দেশের মধ্যে অষ্টম স্থানে। ২০২২ সালে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে ৮ কোটি ৫৪ লক্ষ পর্যটক বাংলায় এসেছেন।

একগুচ্ছ সূচি নিয়ে আজ কলকাতায় নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে ভাল ফল করতে এবার কার্যত একেবারে কোমর বেঁধে নামছে গেরুয়া শিবির। তারই প্রস্তুতি পর্বে আজ রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এরপর ১৩ অগস্ট বিকেলে ফিরে যাবেন তিনি। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, আজ রাত ৯টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রিবাস করবেন। পরদিন শনিবার অর্থাৎ ১২ অগস্ট পৌঁছবেন হাওড়ার বাগনানে। সেখানে সোনার বাংলা হোটেলে 'পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনে' যোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে পারেন তিনি। শনিবারই দুপুর নাগাদ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি, দেউলটি যাওয়ার কথা রয়েছে নাড্ডার। এরপর 'আমার মাটি-আমার দেশ'ও 'বীর বন্ধন, বসুধা বন্ধন' অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠান শেষের পর পুনরায় ফেরত আসবেন কলকাতায়। যেতে পারেন সায়েন্স সিটিতেও। সেখানে একপ্রস্থ বৈঠক সারার পাশাপাশি জয়ী বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করবেন বিজেপি সভাপতি। পরদিন অর্থাৎ ১৩ অগস্ট জে পি নাড্ডা যেতে পারেন দক্ষিণশ্বর মন্দিরে। সেখানে পুজো দেওয়ার পর বিজেপির সল্টলেকের পার্টি অফিসে যাবেন। তারপর 'পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনে' যোগ দিতে হাওড়ায় যাবেন।

খেজুরিতে বোর্ড গঠনে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আহত ৮ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মনোনয়ন পর্ব, ভোটগ্রহণ, ফল প্রকাশের পর এবার বোর্ড গঠনেও চলল গুলি। তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি। সংঘর্ষে আহত ওসি-সহ ৮ জন পুলিশকর্মী। পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে ধুন্ধুমার জেলায় জেলায়। মনোনয়ন পর্ব, ভোটগ্রহণ, ফল প্রকাশের পর এবার বোর্ড গঠনে চলল গুলি। বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে পরপর গুলি আর বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে খেজুরি। স্থানীয় সূত্রে খবর, খেজুরি দু-নম্বর ব্লকের নিজ কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বোর্ড গঠন ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ওই পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির হাতে রয়েছে ১৬টি ও তৃণমূলের হাতে রয়েছে ১২টি আসন। বিজেপি বোর্ড গড়ার পর প্রধান নির্বাচিত হন মৌসুমী মণ্ডল নামে বিজেপির এক জয়ী সদস্য। এদিকে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, বোর্ড গঠনের পর পরই দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হন মৌসুমীর স্বামী শুকদেব মণ্ডল-সহ কয়েক জন বিজেপি কর্মী। তৃণমূলের লোকজন তাঁদের উপর লাঠি, রড এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তালপাটি উপকূল থানার পুলিশ। সংঘর্ষে ওই থানার ওসি-সহ কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হন। এরই পাশাপাশি খেজুরির বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক জানান, 'বিজেপি বোর্ড গঠন করতেই তৃণমূলের সশস্ত্র হার্মাদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের হামলায় ইতিমধ্যে একাধিক কর্মী জখম হয়েছেন।' এই ঘটনায় শান্তনুবাবুর হুঁশিয়ারি, 'যারা এই হামলায় যুক্ত তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করুক। না হলে এদের কারও বাড়ির আস্ত থাকবে না। এরা কেউ বাড়ি ফিরতে পারবে না।' তবে বিজেপির অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। খেজুরির তৃণমূল নেতা শ্যামল মিশ্রের পাল্টা দাবি, 'তৃণমূলের ১২ জন জয়ী সদস্য রয়েছে। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময় তাঁদের ভিতরে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এই ঝামেলার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির কে প্রধান হবে তা নিয়েই নিজেদের মধ্যে বিবাদ চরমে। নব্য এবং পুরনো নেতাদের ঝামেলার জেরেই এই গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'এদিকে রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ বাধলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যান পুলিশকর্মীরা। এই দু পক্ষের খণ্ডযুদ্ধের মাঝে পড়ে ৮ পুলিশ আহত হন। আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের মধ্যে রয়েছে তালপাটি কোস্টাল থানার ওসি বুদ্ধদেব মাল, ভূপতিনগর সিআই সুবীর পাল। তাঁদের বাঁচাতে গেলে আহত হন আরও কয়েকজন পুলিশকর্মী। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে স্থানীয় সূত্রে এ খবরও মিলছে এদিনের এই ঘটনায় দু'পক্ষের আরও চারজন আহত হয়েছেন।

দিতে হবে না জরিমানা, স্বস্তিতে মানিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুটা স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কয়েক মাস ধরে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। জামিনের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

তবে কিছুটা স্বস্তি মিলল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও জরিমানা দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা খারিজ হয়ে গেল ডিভিশন বেঞ্চে।

গত জানুয়ারি মাসে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্যের দেশ ও বিদেশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে মানিককে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন মানিক।

এরপরই বৃহস্পতিবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 08/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12165 নং এফিডেভিট বলে Priyatosh Mukhopadhyay S/o. Balai Chandra Mukhopadhyay ও Priyatosh Mukherjee S/o. Lt. B. Ch. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Manoj Kumar Das 6 Bijoynagar, Naihati-743165 আমার মেয়ের নাম Debarssini Banya নামে লিপিবদ্ধ আছে। ১৭-১১-২০১৪ তারিখে Krishnanagar Court এর এফিডেভিটের Sl. No. 71 দ্বারা মেয়ের নাম Debarssini Bannya করিলাম।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, আমি ইঞ্জামান সরকার পিতা আলতাফ সরকার, সাকিন সাতঘড়ি, পো- জেজুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলি, **স্বত্ব দলিল উল্লেখ্য নং ২৩৪৫-১৯৯২ সালের** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, হুগলি হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হরিপাল থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি নং ১৮৭৫ তারিখ** ২৮.০৭.২০২৩ দাখিল করেছি। যদি কোনও ব্যক্তি/আর্থিক সংস্থা/ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কোনও আপত্তি/দাবি/অধিকার স্বত্ব এবং স্বার্থ উক্ত দলিল বিষয়ে থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাসের ১০ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন,অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যোগাযোগ না করলে উক্ত মূল দলিল বিনষ্ট বলে ঘোষণা করা হবে।

ইনজামান সরকার
গ্রাম - সাতঘড়ি, পো - জেজুর, থানা- হরিপাল, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪০৫

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই আগষ্ট। ২৫শে শ্রাবণ, শুক্রবার, দশমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি অষ্টোত্তরী রবি মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি , জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে।নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে।পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি ,বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ ।দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে।মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ভালো ধৈর্য্যে সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

In the 7th Court of Additional District Judge Pachim Medinipur
Act. VIII No. 15/2022

Sri Bubai Das ...Applicant
-Vs-
Sri Anil Kamilya & others ...Respondents

এত দ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, শ্রী বুবাই দাস, পিতা দেবব্রত দাস, সাকিন-রসুলপুর, পোষ্ট- লালনগর, থানা- বেলদা, জেলা-পশ্চিম এবং নবরতনভাই k1/চাল, রুম নং- ২, ডোরি কাদাইয়া, বসুকিনাথ ওয়েট ব্রীজ এর নিকট, থানা- কাদাইয়া, জেলা-দমন, দমন ও দিউ- ৩৯৬২১০ মেদিনীপুর মহামান্য পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালতে ১), পিতা- স্বর্গীয় কাদের কামিল্যা, ২) শ্রীমতী শেফালী কামিল্যা, স্বামী- শ্রী অনিল কামিল্যা, ৩) শ্রী রাজীব কামিল্যা পিতা- শ্রী অনিল কামিল্যা, সর্ব সাকিন ও পোষ্ট- খেজুরদা, থানা- এগরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে নাবালক শ্রুতি দাস এর গার্জেন এপয়েমেন্ট এর নিমিত্ত ১৫/২০২২ নং Act VIII মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমায় আগামী ২৯-৮-২০২৩ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

আদেশানুসারে
Sri Durga Kisku
Bench Clerk,
7th Court of Additionl District Judge,
Paschim Medinipur
8-8-23

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম শিয়ালদহ ডিস্ট্রিক্ট, ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মিস কেস নং- ৭৩ / ২০২২ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারিনী- রাখি ভট্টাচার্য্য স্বামী - স্বর্গীয় অর্ণব ভট্টাচার্য্য, অনুষ্কা ভট্টাচার্য্য (Minor), পিতা- অর্ণব ভট্টাচার্য্য সাং-১০/১এফ, অবিনাশ চৌধুরী লেন, পোষ্ট অফিস- গোবিন্দ খটিক রোড, থানা-তপসিয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৬

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী তার স্বামী স্বর্গীয় অর্ণব ভট্টাচার্য্য, এর ত্যক্ত ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, ২৬২৩৪ মুকুন্দপুর, ১ গ্রীনল্যান্ড, কলকাতা শাখা, সেভিংস এ্যাকাউন্ট নং ২৬২৩০১০০০০০৭৭৭৭, এর স্থায়ী আমানত যাহার মোট গচ্ছিত মূল্য ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা পাইবার জন্য অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহা কাহার কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আসিয়া তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানী সংঘটিত হইবে।

অনুমত্যানুসারে,
Subhankar Singha Biswas
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
শিয়ালদহ কোর্ট, কলকাতা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
১৩-০৭-২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং- ৫২/২০২২

দরখাস্তকারী -সিদ্ধার্থ দেবনাথ, পিতা- সুখরঞ্জন দেবনাথ, সাং- পানুহাট পশ্চিমপাড়া, পোঃ- দাঁইহাট, থানা - কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।

- বনাম -

প্রতিপক্ষ - সন্তোষী চৌধুরী (দেবনাথ)
প্রতি-
শ্রীমতি সন্তোষী চৌধুরী (দেবনাথ), স্বামী- সিদ্ধার্থ দেবনাথ, পিতা- বিশ্বনাথ চৌধুরী, সাং- গৌরনগর, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া,

এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে আপনার বিরুদ্ধে উক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে। আপনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আদালতে আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia
02/08/2023

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২২ সালের ৯৭ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী - মৃদুলা পাত্র

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে রাধারমন চক্রবর্ত্তী পিতা পুলিন মোহন চক্রবর্ত্তী এবং মিনতী চক্রবর্ত্তী স্বামী রাধারমন চক্রবর্ত্তী গ্রাম ও পোঃ বিলসারা, থানা- পাভুয়া জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৪, ইংরাজী ৩১-১১- ২০০৬ ও ১৭-৫-২০২০ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাহাদের পূর্ব বর্ধমানে দেবীপুর ব্রাঞ্চের ইউ কো ব্যাঙ্কের থাকা ৩৭০৪৮৬.৭৪ টাকা পাওয়ার জন্য মৃদুলা পাত্র পিতা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গ্রাম ও পোঃ বিলসারা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা হুগলী অত্র আদালতে উপরোক্ত কেস দায়ের করিয়াছেন।

এবিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত আদালতে তাহা জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক এক তরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কেয়া চন্দ্র
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELIGATE, CHANDANNAGAR
ACT XXXIX (SUCCESSION) CASE NO - 68 OF 2022

Petitioners :- DEVKALI DEVI, W/o-Late Ramdhar Ram, **Residing at-** Angus Line No. 8/11 P.O. - Angus, P.S. - Bhadreswar, Dist.- Hooghly, Pin.- 712121, W.B.

This is informed that, the above named Petitioner has filed An application for granting **SUCCESSION CERTIFICATE** of the ESTATE of **LATE RAMDHAR RAM**, S/Ó- Late Mahadeb Ram, mentioned in the Schedule below Under Section- 372 of Act XXXIX at 1925, and if any person relating to **LATE RAMDHAR RAM** intend to raise any objection in this case, then appear before the Ld. Court in Person, or by a pleader **within 1 (One) month** from the date of publication of this Notice, otherwise the case will be heard and determined in absence as Ex-parte.

SCHEDULE PROPERTY

The ESTATE of **LATE RAMDHAR RAM**, S/O- Late Mahadeb Ram, being **LB no. WC/3137** at **ANGUS JUTE WORKS.**

Sl. No.	Particulars	Amount
1	P.F. Amount	**Rs.13,930/-**
2	Other Dues	**Rs.1,450/-**
TOTAL AMOUNT	**Rs. 15,380/-** (Rupees Fifteen Thousand Three Hundred Eighteen Only)	

On behalf of the above named petitioners
SUSOVAN GHOSH (Advocate)
District Judges' Court, Hooghly

By the order Of the Ld. Court
SOUMEN GHOSHAL (SERESTADAR)
District Delegate Chandernagore
Date : 15/07/2023

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELIGATE, CHANDANNAGAR
ACT XXXIX (SUCCESSION) CASE NO - 23 OF 2023

Petitioners :- 1) **MINOR SAMPARKA DAS**, S/o - Late Santu Das, Represented by his mother and also for self:- **2) SUPRIYA DAS,** W/o- Late Santu Das, D/o- Late Tarak Das, **Both Are Resident Of** - N.S. Road, Khudiram Pally, P.O.-M.G. Colony, P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly, Pin.-712139, W.B.

This is informed that, the above named Petitioner has filed An application for granting **SUCCESSION CERTIFICATE** of the ESTATE of **LATE SANTU DAS**, S/o-.Late Satish Chandra Das, mentioned in the Schedule below Under Section 372 of Act XXXIX at 1925, and if any person relating to **LATE SANTU DAS** intend to raise any objection in this case, then appear before the Ld. Court in Person, or by a pleader **within 1 (One) month** from the date of publication of this Notice, otherwise the case will be heard and determined in absence as Ex-parte.

SCHEDULE PROPERTY

ADITYA TRANSLINK PRIVATE LIMITED, having its' establishment at- Samnuggur Jute factory (North Mill) P.O. & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly, Pin.- 712124, W.B. being employee no. **ST.513** in the name of **SANTU DAS**, S/o- Late Satish Chandra Das.

Sl. No.	Particulars	Amount
1	P.F. Amount	**Rs.32,000/-**
TOTAL AMOUNT	**Rs. 32,000/-** (Rupees Thirty Two Thousand Only	

On behalf of the above named petitioners
SUSOVAN GHOSH (Advocate)
District Judges' Court, Hooghly

By the order Of the Ld. Court
SOUMEN GHOSHAL (SERESTADAR)
District Delegate Chandernagore
Date : 04/07/2023

রিগা সুগার কোং লি. (দেউলিয়াগ্রস্থ)
সংশোধনী ২৭ জুলাই ২০২৩ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

পূর্বের বিজ্ঞাপনের সংশোধিত মতে মেসার্স রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) একটি চালু সংস্থা তারিখ ২৭ জুলাই ২০২৩ অনুযায়ী বিক্রয় নোটিশ, সংশ্লিষ্ট সংশোধনী সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি প্রয়োজনীয় সংশোধনী মতে প্রেরণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত মতে:

ক্রম **	বিবরণ	সংশোধনীর পূর্বে	সংশোধনীর পরে
১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০২৩ বেলা ১২ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে, অর্থাৎ শেষ নিলাম ডাকের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ অনুমোদিত নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে।	সোমবার, ৩১ আগস্ট ২০২৩ বেলা ১২ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে, অর্থাৎ শেষ নিলাম ডাকের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ অনুমোদিত নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে।
৪.	ইএমডি এবং উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	৫০ লাখ টাকা ১০ আগস্ট ২০২৩ এবং ১৫০.০০ লাখ টাকা ২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে	৫০ লাখ টাকা ১৪ আগস্ট ২০২৩ এবং ১৫০.০০ লাখ টাকা ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে

ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে (২৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে ইস্যুকৃত) ক্লজ পি-তে প্রদত্ত সময় সারণি অনুযায়ী সংশোধিত নিম্নমতে :

ক্রম #	বিষয়	সংশোধনীর পূর্বে	সংশোধনীর পরে
৩.	নথি দাখিল, কেওয়াইসি, গোপনীয়তা ঘোষণা	২৭ জুলাই, ২০২৩ থেকে ১০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত	২৭ জুলাই, ২০২৩ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত
৪	ইএমডি দাখিল	৫০ লাখ টাকা ১০ আগস্ট ২০২৩ এবং ১৫০.০০ লাখ টাকা ২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে	৫০ লাখ টাকা ১৪ আগস্ট ২০২৩ এবং ১৫০.০০ লাখ টাকা ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে
৫	ডাকদাতাদের উপযুক্ততার ঘোষণা	১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে	১৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে
৬	স্থান পর্যবেক্ষণ এবং ডিউ ডিলিজেন্স	২৭ জুলাই ২০২৩ থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৩ (সফল ডাকদাতার উপযুক্ততা ঘোষণা পরবর্তী)	২৭ জুলাই ২০২৩ থেকে ২৬ আগস্ট ২০২৩ (সফলডাকদাতার উপযুক্ততা ঘোষণা পরবর্তী)
৭	ডাক ফর্ম এবং ঘোষণা দাখিল	২৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে	২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে
৮	ই-নিলাম	২৮ আগস্ট ২০২৩	৩১ আগস্ট ২০২৩
৯	সফল ডাকদাতার নাম ঘোষণা এবং শংসাপত্র ইস্যু	২৯ আগস্ট ২০২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১০	সফল ডাকদাতার লেটার অফ ইনটেন্ট গ্রহণ	১ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১১	অসফল ডাকদাতাদের ইএমডি ফেরত	১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে

অন্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি সাধারণ ঘোষণায় ই -নিলাম প্রক্রিয়া নথি অনুযায়ী একইভাবে প্রযোজ্য হবে সংশোধনী মতে সংশোধনী সংস্থান ব্যতীত। কোনও ব্যাখ্যা /প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে cirp.rigasugar@gmail.com যোগাযোগ করতে হবে। অনুগ্রহ করে সর্বশেষ তথ্য জানতে কর্পোরেট ডেটরের ওয়েবসাইট দেখুন (www.rigasugar.com)।

** ক্রম নং মূল বিক্রয় নোটিশ অনুযায়ী
# ক্রম নং মূল ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি অনুযায়ী

নীরজ জৈন
লিকুইডেটর রিগা সুগার কোং লি. (দেউলিয়াগ্রস্থ)
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01067/2018-18/11758
এএফএ বৈধ্যতা : ২২ জানুয়ারি, ২০২৪

তারিখ : ১০ আগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ আরও বর্ণময় করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী-র সাফল্যের পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া ও আদিবাসীদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা এবার ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে। এরকমটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। এবারের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডে প্রস্তাবিত কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান রাজ্য সরকার আরও বর্ণময় করে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন। সব দপ্তরকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। সেই বৈঠকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরার পরিকলপনা করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলাতে রাজ্যের পক্ষ থেকে বাংলার দুর্গাপুজোকে ট্যাবলো আকারে প্রদর্শিত করা হয়েছিল। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে বাংলার উন্নয়নমূলক কাজকে তুলে ধরা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের দিন সকতাল সাড়ে দশটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জাতিয় পতাকা উত্তোলন করবেন। তারপর থাকবে স্কুলের পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুচকাওয়াজ। কুচকাওয়াজে সামিল হবেন কলকাতা পুলিশের বিশেষ মহিলা বাহিনী উইনার্সের সদস্যরাও। এবার স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের ছ'জন আইপিএস অফিসারকে পুরস্কার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পুরস্কারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস এবং চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল ফর কমেন্ডেবল সার্ভিস। চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস পাচ্ছেন একজন। তিনি হলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওয়েস্টার্ন জোনের এডিজি এবং আইজিপি শ্রী ত্রিপুরারি অথর্ব। চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল পাবেন পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে আছেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রাজবংশী, হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার এবং হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার আমনদীপ। এদিকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেড রোড-সহ গোটা কলকাতার কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখন থেকেই। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ ও ১৩ অগস্ট ভোর ৫টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রেডরোড এবং সংলগ্ন কয়েকটি রাস্তা। পাশাপাশি ১৪ তারিখ রাত ১০টা থেকে ১৫ তারিখ দুপুর ১২টা বা অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্তও বন্ধ রাখা হবে রেডরোড। এছাড়ও ১৫ তারিখ সকাল ৮টা থেকে গুরু নানক সরণী বা মেয়ো রোডেও যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। শুধু মাত্রাছাড় দেওয়া হবে প্যারাডের জন্য আশা গাড়িগুলিকে। পাশাপাশি সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা বা অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছু রাস্তায় পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলও বন্ধ রাখা হবে। এখানেই শেষ হয়, আরও বেশকিছু রাস্তা যেমন, হেস্টিং ক্রসিং থেকে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড পর্যন্ত খিদিরপুর রোড, আর আর অ্যাভিনিউ, প্ল্যাসি গেট রোড, কিংসওয়ে, ডাফরিন রোড, আউট্রাম রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প ও পশ্চিম গভর্নমেন্ট প্লেসে (শুধুমাত্র দক্ষিণমুখী গাড়ি) সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা বা প্যারাড শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে গাড়ি চলাচল।

রাজ্যের সচিবালয়ের কর্মীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যের সচিবালয় কর্মীদের পদোন্নতি ত্বরান্বিত করতে নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁদের জন্য মোট ৩১৬টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেকশন অফিসার থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের এই নতুন পদগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নয়া নীতির সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা প্রস্তাবেও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দিয়ে একজন কর্মী পদোন্নতি পেয়ে এতদিন যুগ্ম সচিব হতে পারতেন। এবার তাঁদের জন্য ১০টি অতিরিক্ত সচিবের পদও সৃষ্টি করা হল। অন্যদিকে, সচিবালয়ের কর্মীদের জন্য সেকশন অফিসারের সংখ্যা ৪৭০ থেকে বেড়ে ৬০০, ওএসডি, রেজিস্ট্রার, স্পেশ্যাল অফিসারের পদ ২০৮ থেকে বেড়ে ৩০০, অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদ ১১২ থেকে বেড়ে ১৫০টি, ডেপুটি সেক্রেটারির পদ ১১৪ থেকে বেড়ে ১৫০ ও জয়েন্ট সেক্রেটারির পদ ২০ থেকে বেড়ে ৩০টি হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত নয়া নীতি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন থেকে ১৬ এবং ২৫ বছরের পরিবর্তে চাকরি জীবনের ১৫ এবং ২৪ বছরেই কর্মীরা 'হায়ার স্কেল' বা উচ্চ বেতন কাঠামো সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন । রাজ্য সরকারি কর্মীদের স্বাস্থ্যবিমা ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম -এর ক্ষেত্রে এখন ক্যাশলেস সুবিধা দেড়লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই লাখ পর্যন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে -সচিবালয়, অধিকরণ এবং আঞ্চলিক অফিসে সমস্ত বকেয়া পদোন্নতি তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সার্ভিস ধরে কোথায় কত নিয়োগ প্রয়োজন তার বিস্তারিত তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে । বিভিন্ন দপ্তর এবং সার্ভিসেরঅতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের আধিকারিক, যুগ্ম সচিব, উপ সচিব, সহকারি কমিশনার, ওএসডি, রেজিস্ট্রার, স্পেশ্যাল অফিসার, সেকশন অফিসারদের পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি সংখ্যালঘু দপ্তরের অধীনে এসএসকে ও এমএসকে শিক্ষকদের ৩ শতাংশ করে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং অবসর নেওয়ার সময় এককালীন তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELIGATE, CHANDANNAGAR
ACT XXXIX (SUCCESSION) CASE NO – 16 OF 2023

Petitioners:-
1) **MINOR ANUSHREE SETH**, Son of - Late Biswa Nath Seth, **Represented by her mother and also for self:-** 2) **KARABI SETH,** W/o- Late Biswa Nath Seth, D/o- Late Sushil Kumar Das, **Both Are Resident Of**- Kabi Bharat Chandra Road, Beshohata, Badamtala, P.O. - Gondalpara, P.S. - Chandannagar, Dist.- Hooghly, Pin.- 712137, W.B.

This is informed that, the above named Petitioners has filed an application for granting **SUCCESSION CERTIFICATE** Under Section- 372 of Act XXXIX at 1925 the ESTATE of **LATE KASHINATH SETH @ KASHI NATH SETH** and **LATE ANJALI SETH** in respect with the schedule mentioned property and if any person relating to **LATE KASHINATH SETH @ KASHI NATH SETH** and **LATE ANJALI SETH** intend to raise any objection in this case, then appear before the Ld. Court in Person, or by a pleader within 1(One) month from the date of publication of this Notice, otherwise the case will be heard and determined in absence as Ex-parte.

SCHEDULE

1) **SAVINGS** Account of UCO BANK Chandannagar Branch, **A/c No.- 19410110011362** of **Rs. 3,25,646/-.**
2) **FIXED DEPOSIT** Account of UCO BANK Chandannagar Branch, **A/c No.- 19410310210666** of **Rs. 2,90,000/-.**
3) **TERM DEPOSIT** Account for 5 Years of Indian Postal Department, Gondalpara Post Office, **A/c No.- 4593883989** of **Rs. 1,50,000/-.**
4) **K.V.P.** Account for 10 Years of Indian Postal Department, Gondalpara Post Office, **A/c No. 71213728000440** of **Rs. 40,000/-**

All are in the name of **KASHI NATH SETH & ANJALI SETH**
Total amount - Rs. 8,05,646/- (Rupees Eight Lakh Five Thousand six Hundred Forty Six) Only.

On behalf of the above named petitioners
SUSOVAN GHOSH (Advocate)
District Judges' Court, Hooghly

By the order Of the Ld. Court
SOUMEN GHOSHAL (SERESTADAR)
District Delegate Chandernagore
Date : 01/08/2023

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELIGATE, CHANDANNAGAR
ACT XXXIX (SUCCESSION) CASE NO - 24 OF 2023

Petitioners :- 1) **MINOR KAYA VANI**, 2) **MINOR KAYA HEMANI**, **Both are the daughter of** – Late Durjodhan @ Durjadhan Reddy, **Both are represented by their mother and also for self :- 3) KAYA SUDHA RANI**, W/o- Late Durjodhan @ Durjadhan Reddy, **All Are Presently Residing at -** 27/10, S.N. Jute Mill, P.O. & P.S. - Bhadreswar, Dist.- Hooghly, Pin.- 712124, W.B. **All Are Permanent Resident of** – 13-4-70/1, Uppala Veedhi, Ichchapuram, Srikakulam, Andhra Prodesh, Pin.- 532312.

This is informed that, the above named Petitioner has filed An application for granting **SUCCESSION CERTIFICATE** of the ESTATE of **LATE DURJODHAN @ DURJADHAN REDDY**, S/O- Late Arjun Reddy, mentioned in the Schedule below Under Section- 372 of Act XXXIX at 1925, and if any person relating to **LATE DURJODHAN @ DURJADHAN REDDY,** intend to raise any objection in this case, then appear before the Ld. Court in Person, or by a pleader **within 1(One) month** from the date of publication of this Notice, otherwise the case will be heard and determined in absence as Ex-parte.

SCHEDULE PROPERTY

ADITYA TRANSLINK PRIVATE LIMITED, having its' establishment at- Samnuggur Jute factory (North Mill) P.O. & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly, Pin.- 712124, W.B. being employee no. **WBC539** in the name of **DURJODHAN @ DURJADHAN REDDY**, S/O- Late Arjun Reddy.

Sl. No.	Particulars	Amount
1	P.F. Amount	**Rs.92,000/-**
2	Gratuity Dues	**Rs.14,441/-**
TOTAL AMOUNT	**Rs.1,06,441/-** (Rupees One Lak Six Thousand Four Hundred Forty One Only)	

On behalf of the above named petitioners
SUSOVAN GHOSH (Advocate)
District Judges' Court, Hooghly

By the order Of the Ld. Court
SOUMEN GHOSHAL (SERESTADAR)
District Delegate Chandernagore
Date : 06/07/2023

সাঁতরাগাছিতে ফুট ওভার ব্রিজের কাজ, বাতিল দূরপাল্লার বহু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খড়গপুর বিভাগের সাঁতরাগাছি স্টেশনে ৬ নম্বর ফুট ওভার ব্রিজের কাজের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করল রেল। এ জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রাপথ বদল হয়েছে কয়েকটি ট্রেনের।

স্বাধীনতা দিবসে ব্লু এবং গ্রিন লাইনে কম সংখ্যায় মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ১৫ অগাস্ট কলকাতায় কম মিলবে মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অন্যান্য দিনের ২৮৮টি মেট্রোর জায়গায় এদিন ১৮৮ টি মেট্রো চালানো হবে। যার মধ্যে ৯৪টি চলবে আপ লাইনে এবং ৯৪টি ডাউন লাইনে। তবে প্রথম এবং শেষ পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।

ইভিএমের ফার্স্ট লেভেল চেকিং শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪- এর লোকসভা ভোটে ইভিএমের বদলে ব্যালট ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলনের প্রস্তুতির মধ্যেই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও ১ অগস্ট থেকে ইভিএম এর ফার্স্ট লেভেল চেকিং-এর কাজ শুরু হয়েছে। যা চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই কালিম্পংয়ে ইভিএম ফার্স্ট লেভেল চেকিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইভিএম রয়েছে। আগামী লোকসভা ভোটের জন্য ৩০ হাজার নতুন ইভিএম হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নতুন ইভিএমের অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট করা হবে। তারপরেই এই ইভিএম গুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। অন্যদিকে, আগামী ৩১ অগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠকে ইভিএম নয়, ব্যালটে ভোটের দাবিতেই আলোচনা করতে চান ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা। ইভিএম-এর যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে এর আগে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে ইভিএম হ্যাকের বিষয়টিকে সামনে রেখে ব্যালট পেপারে ভোটের দাবিতে এবার সুর চড়াবে ইন্ডিয়া শিবির। এদিকে আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামী ১৮ই অগস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসছে। ১৯ অগস্ট প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ওই প্রতিনিধি দলে ৪ জন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার পদ মর্যাদার আধিকারিক থাকছেন। কমিশন সূত্রে খবর,প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন আগামী লোকসভা ভোটে এরাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার নিতেশ ব্যাস।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৩ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর নেপথ্যে র‍্যাগিং! বন্ধুর বিস্ফোরক ফেসবুক পোস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সামনে এসেছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের 'এ' ব্লকের তৃতীয় তলার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান হাঁসখালির বগুলা স্বপ্নদীপ কুণ্ডু (১৮)। দিন দুয়েক আগেই যাদবপুরের প্রথম বর্ষে ভরতি হয়েছিলেন স্বপ্নদীপ।

স্বপ্নদীপের মৃত্যু নিয়ে দানা বেঁধছে রহস্য। পড়ে তিনি কীভাবে গেলেন? তারই উত্তর খুঁজতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক ছাত্রের বিস্ফোরক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে ছড়াল শোরগোল। অর্পণ মাঝি নামক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র র‍্যাগিং নিয়ে অভিযোগ তুলেছে স্বপ্নদীপের পরিবার। লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে। মৃত পড়ুয়ার মামা জানিয়েছেন, সোমবার থেকে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। হস্টেলে জায়গা পাননি স্বপ্নদীপ। এক বন্ধুর সঙ্গে থাকছিলেন। সেখানেই এই ঘটনা। অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এমন অনেকেই থাকেন, যাঁরা পড়ুয়া নন। প্রশ্ন উঠছে, কারা র‍্যাগিং করেছিলেন স্বপ্নদীপকে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পড়ুয়া জানিয়েছেন, এখানে থাকা কিছু প্রাক্তনী প্রায়ই হস্টেলে মত্ত অবস্থায় ঝামেলা করেন। র‍্যাগিং করেন। তাঁর আশঙ্কা, স্বপ্নদীপের রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যেও এ রকম প্রাক্তনীদের হাত থাকতে পারে।

এদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র অর্পণের ফেসবুক পোস্ট থেকে সামনে এসেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, 'সমাজের প্রতিটি স্তরে ক্ষমতা প্রদর্শন আছে। কিন্তু যাদবপুর মেইন হস্টেলের কিছু দাদাও যে এই একই কাজ করবে তা আমার কল্পনার অতীত। মাথায় একটি স্পেসিফিক ছাঁটের চুল কাটতে বলা, সন্ধ্যে ৬ টার মধ্যে হস্টেলে ঢুকতেই হবে, সিনিয়রদের ক্রমাগত ফাইফরমাশ খাটা, সারারাত জাগিয়ে রেখে ইন্ট্রো নেওয়া। এগুলো ওই তিন রাত আমার সাথে চলছে এবং আমি ভীত।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'মেইন হস্টেল নিয়ে আমি অনেক গল্প শুনেছি। বন্যার্তদের সাহায্যে গল্প, কোয়ারেন্টাইনের সময় অসহায় মানুষের পাশে থাকা। যাদবপুর থানার নানা দাদাগিরির বিরুদ্ধে সারাদিন সারারাতের ঘেরাও। আমি বিশ্বাস করি মেইন হস্টেলের বেশিরভাগ দাদাই এই লড়াকু ঐতিহ্য বহন করে। কিন্তু কিছু জনের জন্য আমি আমার সহপাঠীকে হারালাম। সচেতন সংবেদনশীল সহমর্মী দাদাদের কাছে আমার আহ্বান এই র‍্যাগিং-এর মত্তে নগ্ন ক্ষমতা প্রদর্শনকে বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রামে পথ দেখাতে যেভাবে অন্য সংকটে তারা দেখিয়েছি।'

এরই পাশাপাশি অর্পণ এও জানান, হস্টেলের কিছু নিয়ম রয়েছে। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ছোট ছোট চুল করে প্রবেশ করতে হবে, হাফপ্যান্ট পরা যাবে না, ফুল প্যান্ট পরে থাকতে হবে বছরভর। দাড়ি গোঁফ রাখা যাবে না। তবে এই ঘটনায় গুটিকয়েক সিনিয়েরর দিকে আঙুল তুললেও কোনও অভিযোগ জানাতে নারাজ অর্পণ। তিনি জানান, আপাতত হস্টেলে থাকছেন না। আপাতত এক সিনিয়রের ফ্ল্যাটেই আশ্রয় নিয়েছেন।

শ্রীনু নাইডু হত্যা মামলায় রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মৃতের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতা: খড়গপুরের শ্রীনু নাইডু খুনে দায়রা আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করলেন নিহতের স্ত্রী। শ্রীনু নাইডু হত্যা মামলায় খড়গপুরের একদা ত্রাস বাসব রামবাবু মূল অভিযুক্ত হলেও দায়রা আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস করে। সেই রায় চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা। আদালত সূত্রে খবর, শ্রীনু লাইডুর স্ত্রীয়ের এই আর্জি বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশের ডিভিশন বেঞ্চে গৃহীত হয়। ২০১৭-র ১১ জানুয়ারি খড়গপুরের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকায় খুন হন শ্রীনু নাইডু ও তাঁর সঙ্গী ধরমা রাও। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৩ জনকে। এদিকে এই মামলাতেই গত ২৭ জুন মেদিনীপুরের দায়রা আদালত বেকসুর খালাস করে রামবাবু-সহ অভিযুক্তদের। দীর্ঘ ৫ বছর পর শেষ হয় শ্রীনু নাইডু খুনের বিচার প্রক্রিয়া। ছাড়া পান শ্রীনু খুনে অন্যতম অভিযুক্ত বাসব রামবাবু-সহ ১৩ অভিযুক্ত। ২০১৭ সালের ১১ জানুয়ারি বিকেলে খড়গপুরের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কার্যালয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন শ্রীনু নাইডু। দুষ্কৃতীদের হামলায় নিহত হয় শ্রীনুর ডান হাত ধর্মা রাও। জখম হন আরও ৩ জন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই বছরই ২৮ ফেব্রুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের তানুকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বাসব রামবাবুকে। ঘটনার ৮৭ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা পড়ে মেদিনীপুর আদালতে। খড়গপুরের রেল মাফিয়া বাসব রামবাবু সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয় এই মামলায়। দীর্ঘদিন ধরে বিচার প্রক্রিয়া চলার পর অবশেষে মঙ্গলবার রায় জানায় মেদিনীপুর আদালত। আদালত সূত্রে জানানো হয়, বেনিফিট অফ ডাউটস-এ খড়গপুরের গ্যাংস্টার শ্রীনু নাইডু খুনে অভিযুক্ত রাম বাবু-সহ ১৩ জনকে বেকসুর খালাসের এই নির্দেশ দেয়মেদিনীপুর আদালতের চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক। এদিকে রায় অপ্রত্যাশিত বলে দাবি করেন মামলার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর সমর কুমার লাইক। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন উচ্চ আদালতে নতুন করে আবেদন করা হবে। পাশাপাশি সরকারি আইনজীবী সমর কুমার লাইক এও জানান, 'এই মামলায় যেসব তথ্য প্রমাণ রয়েছে তাতে হাইকোর্ট বলেছে এই খুনে রামবাবুর ভূমিকা রয়েছে। তারপরেও খালাস দেওয়া হল। আমি বলব বিচারক বায়াসড হয়ে এই রায় দিয়েছেন। এনিয়ে আপিল হবেই। এসপির সঙ্গে কথা বলেছি।' সঙ্গে এও জানান, 'বিচারক শুধু বললেন বেনিফিট অব ডাউটে সবাই খালাস।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(৩.৯৪)	২৬.৬৫	২.৭১	২২.৪২	(৪.০৭)	২৬.৩২	২.৭১	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৩.৯৪)	২৬.৬৫	২.৭১	২২.৪২	(৪.০৭)	২৬.৩২	২.৭১	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী) "	(৩.৯৪)	২৩.১৫	২.২৮	১৮.৯৩	(৪.০৭)	২২.৮২	২.২৮	১৮.৬০
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের (কর পরবর্তী) সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	(৩.৯৪)	২৩.১৫	২.২৮	১৮.৯৩	(৪.০৭)	২২.৮২	২.২৮	১৮.৬০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৪৯০.২৫	-	-	-	৪৮৫.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.০৮)	০.৪৭	০.০৫	০.৩৯	(০.০৮)	০.৪৭	০.০৫	০.৩৮

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ অগস্ট, ২০২৩

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

যুনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India
ভারত সরকার কা উপক্রম | A Government of India Undertaking
আন্ধ্রা Andhra | কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **১২.০৯.২০২৩** তারিখ @ **সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১২.০৯.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১১.০৯.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও শাখার নাম, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১১.০৯.২০২৩	মোট বকেয়া ২৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ :** সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ- ২ শতক। এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ১১,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,১২,৬০০.০০ টাকা	৬,৪৬,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স আকবর আলী ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী- আকবর আলী** **শাখা: আঁখোনা** **সম্পত্তির বর্ণনা :** আঁখোনা মৌজায় অবস্থিত ৪ শতক পরিমাপের জমি ও তার উপর নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্লট নং- ৩৮৯১, জেএল নং- ১১, এলআর খ. নং- ৪২৮৬, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আকবর আলী, পিতা- মরহুম মাসুদ আলীর নামে আছে। সীমানা: উত্তর- মীর কাদুভের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মহঃ জুয়েলের সম্পত্তি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- মালিকের খোলা জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: সুদীপ রায়-৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	২,৫২,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আশা ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ :** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিদ্যমান বি+২ বাণিজ্যিক ভবন এবং এবিএস শেড এলপিজি গ্যাস গোডাউন, শ্রী কিষাণ হাঁসদা এর মালিকানাধীন, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং পূর্ববর্তী হাল-২৬, হাল-২৭৮৪, প্লট নং-১৮০৯-এ অবস্থিত। এলাকা ১৬ ডেসিমেল, (গ্যাস গোডাউন) রূপান্তরের পরে, জেলা- বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা হরিদাসপুর, হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ- ১৬ শতক (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- রাহুল ভগতের জমি, পূর্বে-রাহুল ভগতের জমি, পশ্চিম- রাহুল ভগতের জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ৩৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা	৩২,৮৫,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭,এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,৬১,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান শাখা: রামপুরহাট সম্পত্তির বিবরণ: রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫,১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১১,৮৬,০০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম: সুভাষ সাহা** **শাখা: ফুলিয়া** **সম্পত্তির বিবরণ:** শ্রী সুভাষ সাহার মালিকানাধীন জমি এবং বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা শান্তিপুর পৌরসভার অধীন মৌজা সূত্রগড়ে অবস্থিত এলআর দাগ নং- ২৭১০ ও ২৭১১, এলআর খ. নং- ১৫১৯, জেএল নং- ২০, হোল্ডিং নং- ৭৯/১ লঙ্কা পাড়া লেন, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অরুণ ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণ- কানন রানী সাহা ও লঙ্কাপাড়া বারোয়ারির সম্পত্তি, পূর্ব- লঙ্কাপাড়া লেন, পশ্চিম- পাকা রোড দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: অসীম সাহা-৮০১৬০৯৮৫৫৫**	১. ৬০,৫৯,০০০.০০ টাকা ২. ৬,০৫,০০০.০০ টাকা	১৭,২৫,০০০.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **১১.০৯.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনেরও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

Skipper Limited stands at the forefront of sustainability and green energy initiatives, exemplifying its commitment to a cleaner and greener future. Through innovative practices and strategic investments, the company has consistently worked to minimize its environmental footprint while maximizing its positive impact. The company is setting an inspiring example for the industry and proving that economic growth and ecological stewardship can go hand in hand.

(₹ in millions, except per share data)

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫৫৬০.৩৬	৪১৭২.৪০	১৯৮৫৭.১৭	৫৫৬০.৩৬	৪১৭২.৪০	১৯৮৫৬.১৭
২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	৫৫৪৫.৮১	৪১৬০.৮৯	১৯৮০৩.০০	৫৫৪৫.৮১	৪১৬০.৮৯	১৯৮০৩.০০
৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	৬০১.৩৭	৩৫৮.৩২	১৯২৫.৪৮	৬২৩.৬৭	৩৪৯.৭৪	১৯৫৪.০৬
৪	কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	২১০.৬৪	৩.২৬	৪৭০.৭৬	২৩২.৯৫	(৫.৩২)	৪৯৯.৩৪
৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	১৪০.২৩	২.১১	৩২৭.০৮	১৬২.৫৪	(৬.৪৭)	৩৫৫.৬৬
৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৫৪.৫৯	২.৫২	৩৩৪.৭২	১৭৬.৯০	(৬.০৬)	৩৬৩.০৯
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি			৭৫৭৬.৯৪			৭৫৭১.৪৬
৯	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি রোজগার (ত্রৈমাসিক সময়ের বার্ষিকীকৃত নয়)						
	মৌলিক (টাকায়)	১.৩৭	০.০২	৩.১৯	১.৫৮	(০.০৬)	৩.৪৬
	মিশ্রিত (টাকায়)	১.৩৭	০.০২	৩.১৯	১.৫৮	(০.০৬)	৩.৪৬

দ্রষ্টব্য :
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট-এ (www.skipperlimited.com) পাওয়া যাবে।

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সাজন কুমার বনশল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00063555

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০-০৮-২০২৩

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত। ফোন: (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩। ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com। ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রনেতার কথাবার্তায় যথেষ্ট সংযম থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একান্তই প্রত্যাশিত

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে যোগ দিয়ে মোদি দাবি করেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে বছরে এক কোটি বেকারের নতুন চাকরি দেবেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, নেহরু-গান্ধী পরিবারই ভারতের যাবতীয় দুর্দশার কারণ। এই পরিবারের স্বার্থ দেখতে গিয়েই একের পর এক কংগ্রেস সরকার বেকার ও গরিবের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়েছে। যুব সমাজের ৬৫ শতাংশ একটি চাকরি বা কাজের জন্য জীবনপাত করছে, অথচ এদেরকেই উন্নয়নের কারিগরে রূপান্তরিত করা সম্ভব। দেশে সীমাহীন দুর্নীতির জন্যও তিনি কংগ্রেসকে দুষেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হলে দুর্নীতির শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি। তিনি বা তাঁর পার্টির লোকজন যেমন দুর্নীতি করবেন না, তেমনি দুর্নীতি কাউকে করতেও দেবেন না। দেশের যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে, সেসবও তিনি ফিরিয়ে আনবেন। দেশের এই টাকায় শুধু দেশের মানুষেরই অধিকার বোঝাতে নরেন্দ্র মোদি আরও বেড়ে খেলেছিলেন, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ হারে টাকা জমাও করবেন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ইস্তাহার (সঙ্কল্পপত্র) প্রকাশ করেন মোদি এবং দলের তৎকালীন সভাপতি অমিত শাহ। ইস্তাহারে ৭৫টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল;ভারতকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি করে তুলবে তাঁর সরকার। ভারত ইতিমধ্যেই পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। এই কীর্তির জন্য জয়ধ্বনি দেওয়ার আগে বিবেচনা করা দরকার ভারতের আয়তন, জনসংখ্যা, মাথাপিছু আয় ও জিডিপি এবং জাতীয় জিডিপির পরিমাণ। পরিতাপ সেখানেই, এই সংখ্যাগুলির দিকে তাকালে ভারতীয় অর্থনীতির কঙ্কালসার দেহটাই অতিকষ্টে নড়েচড়ে ওঠে। মোদিযুগে ভারতে সীমিত আর্থিক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান অর্ধসত্যেই ভরপুর। কারণ শ্রীবৃদ্ধির বেশিরভাগটাই হয়েছে শীর্ষ শ'খানেক পরিবারের। গরিব আরও গরিব হয়েছে, হারিয়ে যেতে বসেছে ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি। মোদি সরকারের আর্থিক নীতির সুফল বস্তুত লুটে নিচ্ছেন একদল অসাধু বণিক-শিল্পপতি। গত ন'বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি অনাদায়ী ব্যাঙ্কঋণ মকুবের সুবিধা পেয়েছেন তাঁরা। গরিব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজনও ঋণ পরিশোধ না করে বাঁচতে পারবেন না। সেখানে ব্যাঙ্কের ব্যালান্সশিট হৃষ্টপুষ্ট দেখাতে অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) হিসেবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার হিসেব স্রেফ মুছে (রাইট অফ) ফেলা হচ্ছে! সব মিলিয়ে আসল খেলাপির নাম কী? উত্তর এরপর নিষ্প্রয়োজন। রসিকতা কোনও ব্যক্তি-নরেন্দ্র মোদিতে সীমাবদ্ধ থাকলে বলার কিছু থাকত না, কিন্তু এই ব্যক্তিটিই যে ভারত নামক একটি সুবিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী! এই রাষ্ট্রনায়ক যে 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠার জন্য তৎপর। তাঁর কৃতকর্মে এবং লঘুবাক্যে ভারতেরই মর্যাদাহানি হয়। আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের মর্যাদা ইতিমধ্যেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে একাধিক ইস্যুতে। তাই এবার অন্তত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায় সংযম প্রত্যাশিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল শেট্টি

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল শেট্টির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট অভিনেতা রজতাভ দত্তের জন্মদিন।*

ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস ১১ই আগস্ট উপলক্ষে বিশেষ

আত্মবলিদান দিবস এবং আমাদের ভূমিকা

ডা শামসুল হক

১৯৩২ সালের এক অপরাহ্ণ বেলা। মাত্র এগারো বছরের একটা ক্ষুদে বাবা মায়ের চোখ এড়িয়ে সেদিন চুপিসারে হাজির হয়েছিল মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি ছোট্ট একটা সভাস্থলে। সেখানে সেদিন উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং ভগিনী নিবেদিতার। তরুণ বিপ্লবীদের কিছু বলার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের সেদিনের সেই আগমন।

যথা সময়েই শুরু হয়েছিল সেই সভাও। প্রথমেই মঞ্চে উঠেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্দীপ্ত হতে শুরু করেছিল উঠতি তরুণরাও । আর তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্রই তাদের মধ্যে অনেকেই নাম লেখাতে শুরু করল বিপ্লবের খাতায়।

সবকিছু দেখেশুনে সেই ছেলেটাও আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মঞ্চেরই কাছে। জানাল নিজের মনের কথাও। বিপ্লবীদের দলে সেও লিপিবদ্ধ করতে চায় নিজের নামটা।

মঞ্চের উপর উপবিষ্ট সকলেই সেই দৃশ্য দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। এই এতটুকু একটা বাচ্চার মনেও জেগেছে দেশপ্রেমের জোয়ার ? বিস্মিত অরবিন্দ ঘোষও। উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভগিনী নিবেদিতাও। তাঁরা কেউই অবশ্য চাইছিলেন না এই দুধের শিশুটা এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ুক এই মহারণে। তাই সেইসময় তাঁরা সকলেই তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করার জন্য।

ছেলেটা কিন্তু একেবারেই নাছোড়বান্দা। ভগিনী নিবেদিতা এবং অরবিন্দবাবুর প্রচেষ্টায় তখনকার মত তাকে শান্ত করা সম্ভব হলেও তার মনের মধ্যে কিন্তু ধিকধিক করেই জ্বলছিল বিপ্লবের আগুন। আর সেই আগুনকে প্রশমিত করার তাগিদেই গোপনে গোপনে সে সন্ধান চালাতে থাকল স্থানীয় বিপ্লবীদের ডেরারও।

খুঁজতে খুঁজতে একসময় সন্ধান ও মিলে গেল সেই স্থানের । আর তার পরেই তার নিজেরই দিদি অপরূপার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল মেদিনীপুর শহরে। সেখানে প্রথমে ভর্তি হল শহরের কাছাকাছি একটা স্কুলে। তারপর সুযোগ বুঝে বিপ্লবীদের দলে।

দুরন্ত এই ছেলেটা আর কেউই নন , তিনি ক্ষুদিরাম বসু। মাত্র তের বছর বয়সেই বিপ্লবীদের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। আর তার পরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রাসবিহারী বসু, প্রফুল্ল চাকী সহ বিনয় - বাদল - দিনেশের মতো বিপ্লবীদের সঙ্গেও। সকলের সহযোগিতাতেই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সদস্য পদটিও পেয়ে গিয়েছিলেন গুপ্ত সমিতির ও । সেটা ১৯০৩ সালের কথা।

দেশ মাতৃকার সেবার নিমিত্তে তারপর তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবেই সমর্পণ করেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতে । রাজনৈতিক এবং নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি গুপ্ত সংগঠনের প্রশিক্ষকের কাছে তখন তিনি নিতে লাগলেন শারীরিক শিক্ষার পাঠও। আর সেইভাবে চলতে চলতেই গ্রামের সেই ছোট্ট ছেলেটা একসময় অসীম সাহসী এবং বেপরোয়া মনোভাবাপন্ন ও হয়ে উঠেছিলেন। আর তার ফলে বলীয়ান হয়েই অনেক কঠিন কঠিন কাজের দায়িত্বভার ও তিনি স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের ই কাঁধে ।

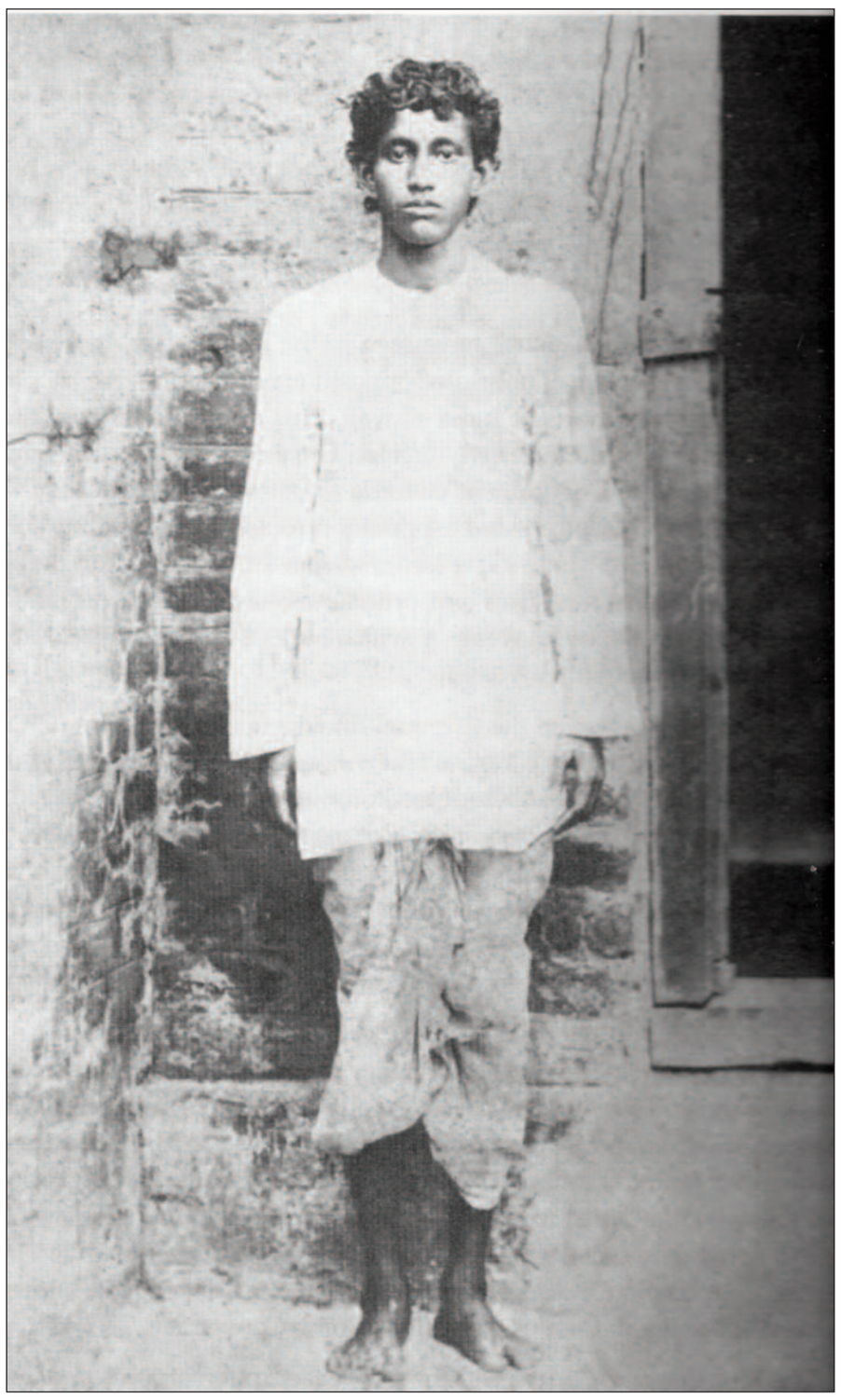

১৯০৬ সালে তিনি পেয়েছিলেন তেমনই এক বিশাল কাজের দায়িত্ব। সেইসময় দেশপ্রেমের কথায় ভরা এবং তৎসহ ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে লেখা একটা গ্রন্থের প্রচারের দায়িত্বভার পেয়েছিলেন তিনি। সেই ধরণের পুস্তক অবশ্য তখন পুরোপুরিভাবেই নিষিদ্ধ ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই। কিন্তু তবুও ক্ষুদিরাম সেই মুহূর্তে নিয়েছিলেন তার ই প্রচারের দায়িত্বভার। কিন্তু তা নিলে কি হবে, তা চোখ এড়ায়নি ইংরেজ শাসকদের।

সেইসময় ইংরেজ শাসকরা অনেক গুণ্ডাদের ও অবশ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তাদের মধ্যে আবার বেশীরভাগ ই ছিল এই দেশের ই মানুষ। কিন্তু ইংরেজদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়েই তারা চালিয়ে যেত এইসব কাজ। আর তাদের ই একজন ধরিয়ে দিয়েছিল ক্ষুদিরামকে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে সেই মুহূর্তে কোন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু তা হলে কি হবে, ইংরেজ শাসকরা তখন ভীষণভাবে সতর্ক করেছিলেন তাঁকে এবং রেখেছিলেন তীক্ষ্ম নজরদারির মধ্যেও।

সবকিছুর মধ্যেও কিন্তু থেমে থাকেনি তাঁর নিজস্ব কর্তব্য। ইংরেজ শিবিরের বাছাই করা অত্যাচারী শাসকদের নামের তালিকা তখন তিনি প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন নিজের ই তাগিদে। আর তার মধ্যে তিনি প্রথমেই খতম করতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের কুখ্যাত শাসক কিংসফোর্ডকে।

নিজেকে পুরোপুরিভাবেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ক্ষুদিরাম। সঙ্গে পেয়েছিলেন অতি বিশ্বস্ত সৈনিক প্রফুল্ল চাকীকে। তারপর একটা দিন দেখে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন অত্যাচারী সেই দুশমনকে খতম করে দিতে। সেটা ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিলের কথা। দুই বিপ্লবী বোমা আর পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন ঝোপের আড়ালে। তারপর এল সেই দুর্লভ মুহূর্ত। অদূরেই দেখা গেল কিংসফোর্ডের গাড়ীর উজ্জ্বল হেডলাইট। প্রস্তুত হলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীও। তারপর গাড়ী একেবারে সামনে আসতেই অব্যর্থ নিশানায় লক্ষ্যভেদ ও হল। মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো গাড়ী।

কিন্তু তা হলে কি হবে , উদ্দেশ্য পূরণ হলো না দুই ভারতীয় মহাবীরের। কারণ সেই গাড়ীটা কিংসফোর্ডের হলেও সেই সময় তার ভিতরে ছিলেন না তিনি। ছিলেন অন্য দুই মানুষ।

ফলে চরম হতাশায় তখন কপাল চাপড়াতে লাগলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তাঁদের। আর সেই অবস্থাতেই তাঁরা চাইলেন অতি দ্রুতই স্থান ত্যাগ করতে। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না তাঁদের পক্ষে। ইংরেজ বাহিনী তখন ঘিরে ফেলেছে তাঁদের। উপায় নাই দেখে প্রফুল্ল চাকী তখন নিজের পিস্তল থেকেই গুলি চালিয়েই শেষ করে দিলেন নিজেকে। আর বেচারা ক্ষুদিরামের গুলি তখন শেষ। আবার সতীর্থকে দেখে সেইসময় তিনি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন নিজের পরিণতির কথা।

ফলে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। বিচারে ফাঁসি হয় তাঁর। ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ভোর পাঁচটায় ফাঁসির দড়িতে আত্মবলিদান দেন তিনি। দেশ মাতৃকার সর্বকনিষ্ঠ সেই কিশোরের মৃত্যু সেদিন শোকাহত করেছিল দেশের স্বাধীনচেতা সমস্ত মানুষজনকেই। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর সেদিনের সেই ঘটনার পর ২০১৯ সালে সরকারের তৎপরতাতেই প্রতি বছর আগষ্ট মাসের এই এগারো তারিখটাকেই ঘোষণা করা হয় আত্মবলিদান দিবস হিসেবে। আর আমরাদের ও প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে সেই দিনটাকে সঠিকভাবে প্রতিপালিত করা যায় সেইদিকেও।

'বই গেলা' এক বিপ্লবী ভগৎ সিং

ড. বিমলকুমার শীট

'যারা স্বাধীনতা হতে চায় তাঁদের নিজেদেরই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য শক্তি স্বাধীনতা এনে দেবে না। আমাদের দেশের যুবকদের নেতৃত্বেই এই কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব' ভগৎ সিং আর তার সঙ্গীদের এই ঘোষণা ছিল চিরন্তন । মাত্র তেইশ বছরের আয়ুতে এক মহাজীবনের অধিকারী হয়ে ছিলেন তিনি। ভগৎ সিংএর কাছে 'আসল কথা' ছিল ইহলোক বা পরলোক কোথাও থেকে কোনোও কিছু প্রতিদানের আশা না করেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করা । তাঁর একমাত্র হাতিয়ার ছিল যুক্তি বিজ্ঞান। তাই ভগৎ সিং এর কিংবদন্তী হয়ে ওঠার পটভূমি ছিল তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও তাঁর অসম্ভব পড়াশোনা। তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবের প্রতীক এবং এক সময় মহাত্মা গান্ধীর মতোই তাঁর নাম সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাংগা গ্রামে ভগৎ সিংএর জন্ম । গ্রামের জেলা বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে বড়ো ভাই জগৎ সিংএর সঙ্গে ভর্তি হন ভগৎ সিং। পড়াশোনা আর খেলাধুলো দুটোতেই চৌকস ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারে ভগৎ সিং এর জন্ম (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সাল)। ঐ বছরই সুরাটে জাতীয় কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। যেদিন জন্মেছিলেন ভগৎ সিং সেদিনই তার বাবা কৃষণ সিং আর ছোট কাকা স্বর্ণ সিং জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। আর তাঁর বড় কাকা অজিত সিং যাকে শাস্তি স্বরূপ নির্বাসনে (বর্মা) রাখা হয়ে ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর সাজা শেষ হওয়ার খবর তাঁর পরিবারের কাছে এসেছিল সেইদিনই। ভগৎ এর পরিবারে বিপ্লবী আবহাওয়া ছিল। তাঁর দেশপ্রেমিক বাবা তাঁকে খালসা স্কুলে ভর্তি না করে ডি এ ভি স্কুলে পাঠিয়ে ছিলেন কেন না, খালসা স্কুলের 'God save the King' এর প্রার্থনা তিনি ছেলেকে সামিল করতে চান নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সানফ্রানসিসকো শহরে লালা হরদয়াল গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৩)। ছোটবেলা থেকে গদর পার্টির যুবনেতা কর্তার সিং সারভা (১৮৯৬-১৯১৫) ছিলেন ভগৎ সিংয়ের আদর্শ । সারভা ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে একজন অগ্রগণ্য বিপ্লবী নেতা। সারভার ফাঁসির সময় ভগৎ সিং এর বয়স ছিল নয় বছর। এই ঘটনা তাঁর শিশু মনে গভীর প্রভাব ফেলে ছিল। তিনি সারভার ছবি সব সময় কাছে রাখতেন আর সবাইকে দেখিয়ে বলতেন এই হচ্ছে আমার নায়ক। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতের ইতিহাসের কালো দিন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে নারকিয় হত্যাকাণ্ড । এই খবর পেয়ে গ্রাম থেকে ৫০/৬০ কিমি পথ অতিক্রম করে বার বছরের বালক ভগৎ জালিয়ানওয়ালবাগে পৌঁছে রক্তমাখা মাটি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন । কতটা

ইচ্ছা শক্তি থাকলে এটা করা সম্ভব তা বালক ভগৎ সিংয়ের এই কাজ দেখে বোঝা যায়। ১৯১৯ সালে রওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজির আন্দোলন নাড়িয়ে দেয় দেশের মানুষ জনকে। ভগৎ সিং এর সাক্ষী ছিলেন। গান্ধীজির ডাকা অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের যোগদেন তিনি। কিন্তু মাঝ পথে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ভগৎ সিং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন । যুক্ত হন গুরুদুয়ারা আন্দোলনের সঙ্গে। লাহোরে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠলে ভগৎ সিং তাতে ভর্তি হন। তিনি বলেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে আমি ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হই। সেখানেই আমি প্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি'। — এই কলেজেই ভগৎ সিং, শুকদেব, যশপাল, ভারতীচরণ বোহরার মতো বিপ্লবী বন্ধুদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। কলেজে শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন জয়চন্দ বিদ্যালঙ্কার (পাঞ্জাবের প্রাক্তন অনুশীলন সমিতির নেতা) ও অধ্যাপক প্রমাণন্দকে। ভগৎ সিং বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারই তাঁকে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গুরুদুয়ারা আন্দোলন সম্পর্কে ভগৎ সিংয়ের মোহভঙ্গ ঘটে। কারণ এতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে তাঁর প্রথাগত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

ভগৎ সিংয়ের পারিবারিক পরিবেশ তো ছিলই সেই সঙ্গে ছিল তাঁর পড়াশুনা এবং জ্ঞান আহরনের তৃষ্ণা। প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজনে আন্তরিক ভাবেই তিনি পড়াশোনা করেছেন। ক্লাসে একটু পিছিয়ে পড়লে ঘাটতি পুরন করে নিতেন । কলেজে থাকাকালীন তিনি রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির বই পড়ে ফেললেন। পড়াশোনা তিনি করেছিলেন নিজেকে এক স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাচ্চা বিপ্লবী রূপে গড়ে তুলতে। ভগৎ সিং তাঁর পড়াশোনা সম্পর্কে নিজেই বলেন, 'পড়ো, আরও পড়ো, আরো পড়া চাই', আমার মনের কোনে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এই কথা-প্রতিপক্ষের আক্রমণ ও যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেকে প্রস্তুত করা চাই, তার জন্য পড়া চাই, শুধু পড়া চাই। পড়া চাই নিজের বিশ্বাসের সপক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্যেই। আমি তাই দিনরাত পড়তে শুরু করলাম। আমার পূর্বতন ধারণা ও বিশ্বাস একটা উল্লেখযোগ্য বিরাট পরিবর্তনের স্তর পার হয়ে এলদ।

'যেহেতু সে-সময় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের হাতে তেমন কোনো কাজ ছিল না, সেহেতু, সেই সময় আমি বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধারা সম্পর্কে জানার আগ্রহে প্রচুর পড়বার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম। নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক লেখক বাকুনিনের লেখা পড়লাম। কমিউনিজমের জন্মদাতা কার্লমার্কসের কিছু লেখা এবং প্রচুর পরিমাণে লেনিন ও ট্রটস্কির লেখাও পড়ে ফেললাম। এছাড়া যাঁরা নিজেদের দেশে বিপ্লবের কাজ সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন তাঁদের অনেকের লেখা অনেক বই-ই শেষ করলাম'।

দ্বারকাদাস গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাজারাম শাস্ত্রী বলেছেন, 'ভগৎ বইতো পড়তেন না, তিনি যেন বই গিলতেন'। তিনি সব অর্থেই ছিলেন 'বই গেলা' এক বিপ্লবী। অবিরাম পড়াশোনা ভগৎ সিং কে ঋদ্ধ করল। বই হল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। এমনকী ফাঁসির আগের মুহূর্তেও তাঁর হাতে ছিল লেনিনের জীবনী।

তরুণ বয়সেই ভগৎ সিং হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন । বক্তৃতা ও কলমের জোর দুই-ই ছিল তার। সোহন সিং যশের 'কীর্তি' (অমৃতসর), 'প্রতাপ' ও 'প্রভা' (কানপুর), 'মহারথী' (দিল্লী) ও 'চাঁদ' (এলাহাবাদ) প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় অসংখ্য রাজনৈতিক ও বিপ্লবী রচনা ভগৎ সিং লেখেন। আয়ত্ত করেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহ । তাঁর পড়াশোনার পরিধিতে ছিলেন টলস্টয়, ভিক্টর হুগো, আনাতোল ফ্রাঁশ, ডিকেন্স, ভলতেয়ার, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, বার্নাডশ, তাঁর পরিচয় ছিল রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যের সঙ্গেও। ভগৎ সিংয়ের সহযোদ্ধা শিব বর্মা বইয়ের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণের কথা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯২৩-২৪ সালে ভগৎ সিংয়ের দিন কাটত চরম দারিদ্র্যে। নিয়মিত খেতেও পেতেন না। গায়ে জামা নেই। পরনে ছেঁড়া পাজামা। একটি চাদর লুঙ্গির মতো করে পরতেন তখন । তবু তাঁর খদ্দরের একমাত্র গলাবন্ধ কোটের পকেটে থাকতোই একখানা বই'।

এরই পরিনতি সাংবাদিকতার পাশাপাশি ভগৎ সিং বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পরে ১৯২৬ সালে অন্যান্যদের সঙ্গে নওজওয়ান ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৯ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কারণে ১৯৩১ সালে ২৩ মার্চ ভগৎ সিংএর ফাঁসি হয়। শহিদ ভগৎ সিং সব কালে সব দেশেই অমর । বিশ্ব ইতিহাসে তিনি শহিদ-ই আজম, শহিদ সম্রাট।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার খানাকুলের বিজেপি বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ভাঙচুর বিধায়কের গাড়ির কাচ। বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ করাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে খানাকুল থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকের। ঘটনাটি ঘটেছে, খানাকুলের কিশোরপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের সামনে। ওই পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৩ টি। এর মধ্যে তৃণমূলের দখলে ৮ টি। আর বিজেপি জয়ী হয় ৫ টি আসনে। সেই জয়ী প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ করাতে গিয়েছিলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। অভিযোগ সেখানেই তৃণমূল নেতা নঈমুল হকের নেতৃত্বে বিধায়ককে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ইট ছোঁড়া হয়। সেই ইটের আঘাতে আহত হয় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। পাশাপাশি বিধায়কের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। তার পরেই জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে খানাকুল থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি বিধায়ক। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলে বিজেপি। পাশাপাশি মায়াপুর গড়েরঘাট রাজ্য সড়কের খানাকুল থানা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধও করা হয়। ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, আজ খানাকুলের কিশোরপুর এক নম্বর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন ছিল। সকাল থেকেই জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আমি নিজে ওখানে গিয়ে বোর্ড গঠনে বিজেপি কর্মীদের শপথ গ্রহণ করানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তৃণমূল নেতা রাঙার নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। গাড়ির কাচ ভাঙা হয়। ড্রাইভারকে ইট দিয়ে মারা হয়। একটা অঞ্চলে এই সব করে এবং পুলিশ যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে আমরাও বসে থাকব না। রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে। অপরদিকে খানাকুলের তৃণমূল নেত্রী সাইনা সুলতানা বলেন, এটা বাজে কথা। তৃণমূলের আগেই বিজেপি পঞ্চায়েতে ঢুকে যায়। ওরাও শপথ নেয়। বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি জানি না। সবমিলিয়ে এদিন খানাকুল বিধায়কের গাড়িতে হামলার ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে খানাকুল জুড়ে।

বোর্ড গঠনের আগে ফের অপহরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে। ৫ জন সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে বিধায়কের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

খণ্ডঘোষের শশঙ্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ জন সদস্য সহ তাদের পরিবার পরিজন মিলে ৩১ জনের একটি দল সুন্দরবন বেড়াতে যায় গত ৫ অগস্ট বাসে করে। বুধবার তারা বিকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ ফেরার পথে সুন্দরবনের গদখালির কাছে লঞ্চ থেকে নেমে বাসে ওঠার পর একদল দুষ্কৃতী তাদের বাস আটকে হামলা চালায় বিকেল সাড়ে চারটার সময়। মারধর করার পাশাপাশি ৫ জন সদস্যকে অপহরণ করা হয়। মারধরের হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলারাও। মহিলা সদস্যাদের মারধর করা হয়। অপহৃত ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য হলেন শেখ নাজিরউদ্দিন, অনুজ মণ্ডল, অনুপ নায়েক, রাজীব মণ্ডল ও সাধন রায়।

খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল পাঁজা বলেন, তার মোবাইল কেড়ে নেয়। যারা তাদের ওপর হামলা চালায় তারা সবাই বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের অনুগামী। তাদের মধ্যে একজন এবারের খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শেখ নাসপাতিও ছিলেন।

উল্লেখ্য, বুধবার বোর্ড গঠনের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম ঘোষণা করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেখানে দেখা যায় শশঙ্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে তালিকায় নাম আছে গোলক রায়ের। সে বিধায়কের অনুগামী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। তবে শেষ পর্যন্ত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলামের চাপে পড়ে প্রধান হিসেবে নাম ওঠে রিম্পা সাহা প্রামাণিকের। অন্যদিকে ১০ জন সদস্য তারা এলাকায় একটি গোপন ডেরায় আশ্রয় নেয়। পঞ্চায়েত সদস্য ববিতা সরকার ও শ্রীকান্ত রায়ের অভিযোগ তাদের মোবাইল ও কাগজপত্র কেড়ে নেয় হামলাকারীরা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেন বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ। তবে এই বিষয়ে কিছু বলতে অস্বীকার করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অপার্থিব ইসলাম।

শিশু নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই কন্যা শিশুর ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দু'জন যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানা এলাকায়। দুই শিশু অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি রয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। তাদের চিকিৎসা চলছে মাতৃমা বিভাগে। বুধবার রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওই শিশুর ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে পুলিশ। নির্যাতিতা ওই দুই শিশুর পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় দুই যুবক ওই দুই শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে এলাকারই এক কালভার্টের নীচে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। ওই দুই শিশুর একজনের বয়স সাত বছর ও আরেকজনের বয়স চার বছর বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়।

মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল ডেঙ্গি আক্রান্ত ৬ মাসের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল ডেঙ্গু আক্রান্ত ৬ মাসের শিশু শুভেচ্ছা। বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল বনগাঁর পাঁচপোতার বাসিন্দা শুভেচ্ছা শিকদার। ৫ দিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরল সে। স্বাভাবিকভাবেই বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই সাফল্যের তালিকায় জুড়লো নতুন পালক। প্রসেনজিৎ শিকদারের ও নিলিমা শিকদার মেয়ে ৬ মাসের শুভেচ্ছা কয়েকদিন আগে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়। তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। পেট ফুলে গিয়েছিল সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট, জ্বর। সেই অবস্থা থেকে তাকে সুস্থ করে তোলে বারাসাত হাসপাতালে চিকিৎসকেরা। এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল বলেন, শিশুটি হেমারেজিক ডেঙ্গি উইথ শক সিনড্রোম নিয়ে এসেছিল। অর্থাৎ ডেঙ্গির শেষ পর্যায় দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। পাশাপাশি শিশুটির চিকিৎসার সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যদের মানসিক সার্পোটিও দিতে হচ্ছিল। চিকিৎসকদের ৫ দিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শিশুটি বিপদমুক্ত করা গেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে প্রতিটি হাসপাতালে ডেঙ্গি রোগীদের জন্য আলাদা বেড তৈরি করা হয়েছে। বারাসাত হাসপাতালে শিশুদের জন্যও আলাদা বেড করা হয়েছে। ডেঙ্গি প্রতিরোধে যে রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এই ঘটনা তা প্রমাণ করল।

SBI এসবিআই আরবিও-II বারুইপুর
পদ্মপুকুর, বারুইপুর,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোল - ৭০০১৪৪
SBI CAR BAZAR

গাড়ির নিলাম

ব্যাঙ্ক এর কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে **১৮.০৮.২০২৩ (শুক্রবার)**। ইচ্ছুক ক্রেতাদের **১১.০৮.২০২৩ (শুক্রবার) থেকে ১৭.০৮.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) দুপুর ২.০০ টো থেকে বিকাল ৪.০০ টের মধ্যে** ব্যক্তিগতভাবে উপরে উল্লিখিত সাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খোলা নিলাম **বিকেল ৪.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত "SBI RBO-II Baruipur"**, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোল - ৭০০১৪৪-তে অনুষ্ঠিত হবে।

গাড়ির বিবরণ -

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	ক্রয়ের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য
১.	**কার মডেল- মারুতি আর্টিগা স্মার্ট হাইব্রিড ভিএক্সআই,** রেজিস্ট্রেশন নং- **WB12BJ0554**, ইঞ্জিন নং- **K15BN9252586**, চ্যাসিস নং- **MA3BNC32SNB450280**	২০২২	৬,৭৮,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

গাড়িগুলি "**যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে**" এবং "**যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে**" নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০ শতাংশ সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "SBI RBO-II Baruipur" অনুকূলে বা সংশ্লিষ্ট শাখার অনুকূলে অন্যান্য নিলাম স্থানের জন্য (নগদ গৃহীত হবে না এবং সংবদ্ধ ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক একটি গাড়ির জন্য গৃহীত হবে না। পৃথক ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক অবশ্যই প্রতিটি গাড়ির জন্য প্রদেয় হতে হবে), সংশ্লিষ্ট স্থানে ১৮.০৮.২০২৩ তারিখ** বিকাল ৪.০০টার পূর্বে দাখিল করতে হবে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, যথাযথ সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করতে হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে "বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের কমে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ঋণগ্রহীতাদের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।
(ঘ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঙ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(চ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(ছ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "SBI RBO-II Baruipur" বা অন্যান্য এসবিআই শাখা/অফিসার চূড়ান্ত ভাবে ডাকদাতাদের নামে গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের নথিভুক্তির বিষয়ে দায়বদ্ধ হবেন না।
(জ) আগ্রহী ডাকদাতাদের নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেই তবে ডাক দাখিল করবেন।
***প্রযোজ্য হারে গাড়ি পুনরায় অধিকারের জন্য জিএসটি প্রদান করতে হবে।**
যোগাযোগ : শুভার্থী দত্ত (সিএম ক্রেডিট এবং এনপিএ), ফোন নং : ৯৬৭৪৭৮৮৩৫৯, ইমেল : cmr2.zos24p@sbi.co.in

তারিখ : ১১.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারুইপুর — এসবিআই, আরবিও-II বারুইপুর

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার,
হাওড়া, ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া- ৭১১১০১,
ই-মেইল : sbi.10263@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

লোন অ্যাকা.- ৩৬১৩৮২৪৯৪৭৭(এইচবিএল) এবং ৩৬১৮৯৯০৮৮১৬
(সুরক্ষা, ৩৮৩৪৫০৭৬৮৮৪ (হোম টপ আপ)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া-র** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০৬.০৫.২০২৩ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাজা কুমার দে,** পিতা- দিলীপ কুমার দে ১১৫, গ্রাহাম রোড, শান্তিগড়, থানা-যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৪০ এবং অন্যান্য ঠিকানা- হোম গ্রীন অ্যাপার্টমেন্ট- '২' ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং-৩সি, ৪র্থ তল, রবীন্দ্র সরণি (পূর্ব পাড়া), পোস্ট- ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, হাওড়া-৭১১২২৭ (নেতাজি ব্যায়ামাগারের কাছে) -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৭,৮৫,৫৫২.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে হালনাগাদ অর্জিত সুদ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল। এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ ই অগাস্ট, ২০২৩ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, ১৭,৮৫,৫৫২.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে হালনাগাদ অর্জিত সুদ ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখা-র ধার্য সাপেক্ষ হবে তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ব্যয়, ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

"হোম গ্রীন অ্যাপার্টমেন্ট- ২" নামক (জি + ৫) তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর মধ্যে অবস্থিত ব্লক- 'এ'-তে চতুর্থ তলায় দক্ষিণ পূর্ব দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং-৩সি ও যার আছে দুটি বেড রুম, একটি হল-কাম ডাইনিং স্পেস, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি যার পরিমাপ কমবেশি ৭৭০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সহ ২০% সুপার বিল্ট এলাকা মৌজা- বালি-এর অধীনে, জেএল নং-১৪, প্লট নং-৩২৭৭ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং-৭৬৩৫, এলওপি নং-৪০০, থানা- নিস্চিন্দা পূর্বে বালি, জেলা-হাওড়া নিস্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে সমস্ত অধিকার সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও সাধারণ এলাকার ব্যবহারকারী, সাধারণ সুবিধা, সাধারণ পাথওয়ে বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন জলের লাইন, প্রবেশপথ এবং অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার (লিফট সুবিধা সহ) সহ।
শ্রী রাজা কুমার দে-র নামে সম্পত্তিটি আছে দলিল নং-২০১৭ সালের ০৫০১০৫৭৬৮, ভলিউম নম্বর-০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫৯০১৪ থেকে ১৫৯০৫০ পর্যন্ত,বুক-১, ডিএসআর জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ এ নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**: উত্তরে: ল্যান্ডিং, সিঁড়ি এবং লিফট, দক্ষিণে: খোলা আকাশ, পূর্বে: ফ্ল্যাট নম্বর ৩ডি, পশ্চিমে- খোলা আকাশ দ্বারা।

বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: বালি, হাওড়া — এসবিআই, আরএসিপিসি-কাম- এসএআরসি, হাওড়া

যুকো बैंक UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
চকবারবেড়িয়া শাখা (২৬৭৬) মসজিদবাড়ি রোড, চকবারবেড়িয়া
পোস্ট - নোয়াপাড়া, থানা - দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১২৫, ই-মেইল: chakba@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)} দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এক্ট ২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউকো ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত অফিসার ০২/০৫/২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রীতম নন্দী, পিতা- জয়দেব নন্দী এবং শ্রীমতী রিতু দে (সহ-ঋণগ্রহীতা), **স্বামী- শ্রী প্রীতম নন্দী, উভয়ের ঠিকানা- কায়াডাঙ্গা, নাটুপাড়া, পোস্ট - কল্যাণগড়, থানা - অশোকেনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭২ (পঃবঃ) কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০,৩৩,৬২৯.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১/০৩/২০২৩ অনুযায়ী (৩০/১১/২০২২** পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ ই অগাস্ট, ২০২৩ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২০,৩৩,৬২৯.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো উনত্রিশ টাকা মাত্র)** তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ব্যয়, ইত্যাদি সহ **ইউকো ব্যাঙ্ক, চকবারবেড়িয়া শাখা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা** -র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- কায়ডাঙ্গা, জেএল নং ৩১, রে. সা. ২৫৮, তৌজি নং ১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৪৯, অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার স্থানীয় সীমার অধীনে, ওয়ার্ড নং ৩, গ্রাম - কায়ডাঙ্গা, হোল্ডিং নং ৩/২৪১/১২২, কল্যাণগড়, পোস্ট কল্যাণগড়, থানা-অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা তে অবস্থিত ০৪.৫৪ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের জমি ও তার উপর থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২০১৭ সালের নিবন্ধিত দলিল নং আই-০২১৫, বই নং- আই, ভলিউম নং ১৫১৭- ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪০১৮ থেকে ৪০৪০ পর্যন্ত, সম্পত্তিটি শ্রী প্রীতম নন্দীর নামে আছে পিতা- জয়দেব নন্দী, এডিএসআরও - গুমা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **চতুর্দিকপরিবেষ্টিত:** উত্তরে-মানব নন্দীর সম্পত্তি; **দক্ষিণে:** অমল সান্ধুর সম্পত্তি; **পূর্বে:** সমর চক্রবর্তীর সম্পত্তি; **পশ্চিমে:** ৬' প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড এবং সুদেব নন্দীর সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৩, স্থান: সল্টলেক — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধান নগর, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

স্থাবর সম্পত্তির জন্য **দখল বিজ্ঞপ্তি**
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৬-০৭-২০২২ তারিখের** দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রঘুনাথ এজেন্সি অ্যান্ড কোং (স্বত্বাধিকারী- শ্রী পার্থ ঘোষ)** কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **২৭,৯৮,০২৯.৫৮/- টাকা+** তদুপরি অনাদায়ী সুদ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের প্রতিকী দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০ই অগাস্ট, ২০২৩** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **২৭,৯৮,০২৯.৫৮/- টাকা +** তদুপরি অনাদায়ী সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মহিষপোতা শাখার ধার্য** সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ-

মহল্লা-অঞ্জনগড়, হোল্ডিং নং-২১৮/২, মৌজা-গড় শ্যামনগর, এলআর দাগ নং-২০৪ আরএস দাগ নং-০১, আরএস খতিয়ান নং-৭১, এলআর খতিয়ান নং-১৯২৯, যেএল নং-১৯ গারুলিয়া পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের অধীনে পোস্ট-শ্যামনগর, থানা-জগদ্দল, পিন-৭৪৩১২৭, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত শ্রীমতী বনি ঘোষের (জামিনদার) নামে একটি আবাসিক ভবন নিয়ে গঠিত সম্পত্তির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উপ জেলা নৈহাটি এবং জেলা উত্তর ২৪ পরগনার নিবন্ধনের মধ্যে। **পরিবেষ্টিত (ডিড অনুযায়ী): উত্তর দিকে:** ৫ ফুট কমন প্যাসেজ এবং অনিল বন্ধু দত্ত এর বাড়ি, **দক্ষিনে:** ব্রজেন মুখোপাধ্যায় এর বাড়ি, **পূর্বে:** গীতা সিং এর বাড়ি,পশ্চিমে-করুণা কান্তি ধর এর বাড়ি দ্বারা।

স্বা/-
তারিখ: ১০ ই অগাস্ট ২০২৩ — চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
স্থান: মহিষপোতা — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই, মেমারি এ.ডি. ব্রাঞ্চ,
পো. মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান
টেলিগ্রাম - এগ্রিব্রান, মেমারি - ৭১৩১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মেমারি এ.ডি. ব্রাঞ্চ, বর্ধমান অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী [আইন, ২০০২ (২০০২-৫৪)] সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অরিজিৎ দাস এবং রবীন্দ্রনাথ দাস,** গ্রাম - আমদপুর, পো. আমদপুর, মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৫৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৮৭০২৩৯০৮৪, **৫,০২,৩১৯.৪৩ টাকা (পাঁচ লাখ দুই হাজার তিনশো উনিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা ২৫.০৪.২০২৩** অনুযায়ী সুদ, ১৫.১২.২০২০ থেকে উপরি উল্লিখিত চুক্তি হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মেমারি এ.ডি. ব্রাঞ্চ, বর্ধমান, নিকট বকেয়া পরিমাণ **৫,০২,৩১৯.৪৩ টাকা (পাঁচ লাখ দুই হাজার তিনশো উনিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা ২৫.০৪.২০২৩** অনুযায়ী সুদ, ১৫.১২.২০২০ থেকে উপরি উল্লিখিত চুক্তি হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ দাস, পিতা রবীন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম এবং পো- আমদপুর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৭ শতক,মৌজা - আমদপুর,জেএল নং ১২৮,খতিয়ান নং ৫২৫৫, প্লট নং ২২৬৬, উল্লেখ্য দলিল নং আই- ০২০১০২০৯৫/২০২০। ডিএসআর -১-বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - মেমারি — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পেবকো মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল: ro@pebcomotors.com, ওয়েবসাইট : www.pebcomotors.com
CIN : L67120WB1971PLC029802

৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৪,২২০.৮৮	৪,১০১.৬৭	৩,৮৩৯.৭৬	১৭,৬২০.০৩
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৯২.২৭	(৩৬.৭৬)	৪৫.৭৮	৭০০.০৯
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাপরবর্তী)	২৯২.২৭	(৩৬.৭৬)	৪৫.৭৮	৭০০.০৯
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২০৭.৬৩	(১৭২.৩৬)	৩৬.৫৬	৫১৬.০৯
৫.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)]	২০৭.৬৩	(১৭২.৩৬)	৩৬.৫৬	৫১৬.০৯
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৭,৫৩৮.৫৩
৮.	শেয়ার-পিছু আয় (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল এবং মিশ্রিত (টা.)	২০.৮১	(১৭.২৭)	৩.৬৬	১২০.৯০

দ্রষ্টব্য :
১ ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য মেসার্স পেবকো মোটরস লিমিটেডের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালন পর্ষদ তাদের ০৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের "সীমিত পর্যালোচনা" বহন করেছে।
২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.pebcomotors.com-তেও** পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পেবকো মোটরস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কিষাণ এন. পারিখ
চেয়ারম্যান
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯ অগস্ট, ২০২৩
DIN : 00453209

hindware
home innovation limited

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended 30 June 2023 Unaudited	31 March 2023 Audited	30 June 2022 Unaudited	Year ended 31 March 2023 Audited
1 (a)	Total income from operations	642.27	775.00	686.25	2,907.90
1 (b)	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)	68.44	89.76	66.67	281.07
2	Net profit from ordinary activities before tax	16.75	38.46	30.82	102.99
3	Exceptional Item	-	-	-	-
4	Net profit from ordinary activities after tax	2.87	28.71	12.50	66.47
5	Net profit for the period after tax (after extraordinary items)	2.87	28.71	12.50	66.47
6	Share in profit/(loss) after tax of joint ventures/associates	(2.20)	(5.96)	(1.72)	(8.91)
7	Net profit after tax and share in profit/(loss) of joint ventures from continuing operations	0.67	22.75	10.78	57.56
8	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.14)	(1.37)	0.13	(0.98)
9	Total comprehensive income	0.53	21.38	10.91	56.58
10	Equity share capital	14.46	14.46	14.46	14.46
11	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	561.28
12	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)				
	(a) Basic (₹)	0.09	3.15	1.49	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.09	3.15	1.49	7.96
13	Earning per share(after extraordinary items) (of ₹2/- each) (not annualized)				
	(a) Basic (₹)	0.09	3.15	1.49	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.09	3.15	1.49	7.96

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION (₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended 30 June 2023 Unaudited	31 March 2023 Audited	30 June 2022 Unaudited	Year ended 31 March 2023 Audited
1	Total income from operations	148.32	143.09	174.54	600.52
2	Profit before tax	18.09	(5.84)	26.89	18.70
3	Profit after tax	11.38	(4.24)	17.24	10.61

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 10 August 2023. The statutory auditors of the Company have also carried out the limited review of the above results.
(2) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for quarter ended 30 June 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hindwarehomes.com".

Place: Gurugram
Date: 10 August 2023
Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director

Consumer Appliances Business

Chimney

Hob

Air Cooler

Building Products Business

Sanitaryware

Faucet

Pipe

Hindware Home Innovation Limited (Formerly known as Somany Home Innovation Limited)
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com; www.hindware.com | Email: investors@shilgroup.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রম নং ১ থেকে ১৭	অনলাইন : ৩১.০৮.২০২৩	বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ক্রম নং ১৮ থেকে ২০	অনলাইন : ২০.০৯.২০২৩	বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল (https://www.ibapi.in) প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	ক) ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ব্রাঞ্চ খ) শুভজিৎ সেন	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩য় তলে, হোল্ডিং নং ৩৩,বসুনগর, ৫ নং গেট, যশোর রোড উত্তর, পো এবং থানা -মধ্যমগ্রাম (বারাসত), মৌজা- উদয়রাজপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১৬২, আরএস দাগ নং ৮৫৩, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৯, দলিল নং ১৯০২০০৩১৮- ২০২০ সালের অনুযায়ী শুভজিৎ সেন, পিতা অরিজিৎ সেনের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১২.০৯.২০২২ খ) ৪০,৬৮,৪০৯.৭০ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ সহ/শেষ চার্জ সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ৩০.০১.২০২৩	ক) ৫১.৬১ লাখ টাকা খ) ৫.১৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৮০৮০৮৮৩০)
২.	ক) আর.এন. মুখার্জি রোড ব্রাঞ্চ খ) উজ্জ্বল দাস এবং সুজাতা দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু প্লট জমি পরিমাণ ৩ কাঠা এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন পরিমাণ ১১৭০ বর্গফুট অবস্থিত এলআর এবং আরএস দাগ নং ১, এলআর এবং আরএস খতিয়ান নং ৯৯, মৌজা- পানশিলা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ১৮৮, ১৯২, এবং ১৯৩, থানা - খড়দা অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বারাকপুর বর্তমানে সোদপুর , অবস্থিত প্রান্তিক, পো- পানশিলা, কলকাতা - ৭০০১১৮,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ২৫ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারযোগ চলার পথ এবং অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদির ভোগদখলের অধিকার সমম্বিত , চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী এ কে ব্যানার্জির ভবন,দক্ষিণে : শ্রী কালীপদ ঘোষের ভবন, পূর্বে : শ্রী অতুল সেনগুপ্তর ভবন,পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক , উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং আই- ০৬৫০৬ তারিখ ১৬.১২.২০১৬ অনুযায়ী শ্রী উজ্জ্বল দাস, পিতা প্রয়াত গৌরাঙ্গ দাস এবং শ্রীমতি সুজাতা দাস স্বামী শ্রী উজ্জ্বল দাসের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	ক) ০১.১২.২০১৮ খ) ১৭,৭৫,৯৭৯.০০ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ১০.০৫.২০১৯	ক) ২৬.৫৪ লাখ টাকা খ) ২.৬৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
৩.	ক) আর.এন. মুখার্জি রোড ব্রাঞ্চ খ) মেসার্স রামচাঁদ অ্যান্ড সনস স্বত্বা. শ্রী রমেশ কুমার পাঞ্জাবি জামিনদাতা শ্রী রাজীব পাঞ্জাবি	ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠতলে, ফ্ল্যাট নং ৫ই, এবং ঢাকা পার্কিং এরিয়া নং ২৫ অবস্থিত "আশীর্বাদ" প্রেমিসেস নং ৮/১ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, থানা-বালিগঞ্জ, জেলা- পঞ্চান্নগ্রাম, হোল্ডিং নং ৩৮৬, সাব ডিভিশন জে গ্র্যান্ড ডিভিশন ৬, ওয়ার্ড নং ৬৯, থানা -বালিগঞ্জ, অনুযায়ী রমেস পাঞ্জাবির স্বত্বাধীনে সমুদয় সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)** **এস এ -কেডিআরটি আই বিচারাধীন**	ক) ০৪.০৭.২০২২ খ) ৩,৬১,৮০,৪৭২.০৫ টাকা পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ২০.১০.২০২২	ক) ১৬২.০১ লাখ টাকা খ) ১৬.২০ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
৪.	ক) উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) শেখ জিয়াদুল ইসলাম শ্রীমতি রাজিনা বেগম	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৫ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ৫৬, এলআর দাগ নং ৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২২৮৫, মৌজা- লতিবপুর, জেএল নং ৮৬, উলুবেড়িয়া পুরসভা হোল্ডিং নং ৯৮৪বি/৫৮৫এ/৩০৫এ সার্কেল নং ২, ওয়ার্ড নং ২৭(৭), থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা -হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, অনুযায়ী মালিক -শেখ জায়দুল ইসলাম। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০১.১০.২০২১ খ) ২০,৩৬,৯৯৯.৯০ টাকা পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ১৮.০৫.২০২২	ক) ২১.৭৯ লাখ টাকা খ) ২.১৮ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
৫.	ক) বড়বাজার ব্রাঞ্চ খ) মেসার্স দত্ত বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভলপারস স্বত্বাধিকারী শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১০ শতক,একটি ফ্ল্যাট ৩য়তলে, নং ২০৪ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১২২০ বর্গফুট (জি-৫) ভবনে এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ভবনের জমির আরএস দাগ নং ৩৩৭০ এবং ৩৩৭১ এলআর দাগ নং ৩৪০৮ এবং ৩৪০৯ মৌজা- ডোমজুড়, জেএল নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৮৩০১, পো এবং থানা এবং এডিএসআর অফিস ডোমজুড়, ডোমজুড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা- হাওড়া সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবনের যাবতীয় সুবিধাদি এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধার ভোগদখলের অধিকার সমম্বিত। **(কার্যকর দখলীকৃত)** **সম্পত্তি- ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১০ শতক এবং একটি ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে, ফ্ল্যাট নং ৩০৪, সুপারবিল্ট আপ এরিয়া অনুমানিক ১২২০ বর্গফুট (জি- ৬) তলা ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবনের অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সমন্বিত আরএস দাগ নং ৩৩৭০ এবং ৩৩৭১ , এল আর দাগ নং ৩৪০৮ এবং ৩৪০৯ মৌজা- ডোমজুড়, জেএল নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৮৩০১ ,পো-থানা-এডিএসআর অফিস ডোমজুড়, ডোমজুড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা -হাওড়া ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধাদি এবং পরিষেবার যাবতীয় ভোগদখলের অধিকার সমম্বিত। **(কার্যকর দখলীকৃত)**	ক) ০৯.০৬.২০২২ খ) ৪৯,৭৪,৪৪৩.৪০ টাকা শেষ ধার্য সুদের তারিখ সহ পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ৩০.০৮.২০২২	সম্পত্তি - ১ ক) ২৮.৪৯ লাখ টাকা খ) ২.৮৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা সম্পত্তি - ২ ক) ২৮.৪৯ লাখ টাকা খ) ২.৮৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৬.	ক) সাঁকরাইল ব্রাঞ্চ খ) শ্রী রবীন্দ্র প্রধান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ১৪২০ বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২চসে জি -২ তলা ভবনে মৌজা- রানিহাটি, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ১২৩৯, থানা - পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, বিকিহাকোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অনুযায়ী রবীন্দ্র প্রধান পিতা প্রয়াত বলরাম প্রধানের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(কার্যকর দখলীকৃত)**	ক) ২২.০৬.২০১৫ খ) ২৮,১৭,৯৭৯.০০ টাকা শেষ ধার্য সুদের তারিখ সহ পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ০৫.০৮.২০১৬	ক) ২৯.১৬ লাখ টাকা খ) ২.৯২ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৭.	ক) ই-ইউবিআই : বি ই কলেজ ব্রাঞ্চ খ) অরিন্দম ঘোষ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা ক) শ্রী অরিন্দম ঘোষ খ) শ্রী অনির্বান ঘোষ গ) শ্রী অশোক কুমার ঘোষ	সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা তদস্থিত দ্বিতল ভবন পাকা মোট ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ২৬৫০ বর্গফুট (১৩০০ বর্গ ফুট একতলায় এবং ১৩৫০ বর্গ ফুট ঢাকা এরিয়া দ্বিতীয়তলে)এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশসুবিধাদি চলার পথ ইত্যাদি সমম্বিত সিএস দাগ নং ৫০৬ (অংশ),নতুন দাগ নং ৬২৩ (অংশ) এবং নতুন খতিয়ান নং ৯৮, মৌজা- পুইল্যা, এলওপি নং ৯৮, জেএল নং ১১, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৬, এইচএমসি প্রেমিসেস নং ৪৩, সুভাষ পল্লি,থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া,পিন - ৭১১৩০২ উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ০৫০১০২০১৪/২০১৭অনুযায়ী শ্রী অশোক কুমার ঘোষ, শ্রী অরিন্দম ঘোষ এবং শ্রী অনির্বাণ ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১৯.০৮.২০২১ খ) ৪৫,৭২,৯১০.৪৫ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ২৬.১০.২০২১	ক) ৪৬.৭০ লাখ টাকা খ) ৪.৬৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৮৩০৫২২৭৭৭)
৮.	ক) ই-ইউবিআই : আন্দুল ব্রাঞ্চ খ) শিপ্রা খান ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা ক) শিপ্রা খান খ) অমল খান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ২৪ বর্গফুট বা ৩.৫০ শতক কমবেশি মৌজা- মাহিয়ারি, জেএল নং ২৮, আরএস দাগ নং ২৭৯৮ এবং এলআর দাগ নং ৩১৭৭, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৬, অবস্থিত গ্রাম- মহিয়ারি, পো-আন্দুল, মৌরী, মহিয়ারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -ডোমজুড় জেলা -হাওড়া দলিল নং আই- ০০০৬৬,ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৯০৬ থেকে ৯১৭ - ২০১৩ সালের, এডিএসআরও -ডোমজুড়। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১৪.০৮.২০১৫ খ) ১৯,৪৩,৯৯৫.০০ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ২০.০৫.২০১৬	ক) ১৬.৬৫ লাখ টাকা খ) ১.৬৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৮৩০৫২২৭৭৭)
৯.	ক) এমসিবি, কলকাতা লায়ন্স রেঞ্জ ব্রাঞ্চ খ) প্রবীর রায় চৌধুরী	স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য়তলে ফ্ল্যাট তিনতলা ভবনে এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ মৌজা -ছোটোচাঁদপুর, জেএল নং ৪৩, সিএস দাগ নং ১২, আরএস দাগ নং ১১, সিএস খতিয়ান নং ৩৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬, আরএস নং ১২২, হাল তৌজি নং ১০, রাজারহাট বিষ্ণুপুর নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও -রাজারহাট,থানা - রাজারহাট,জেলা -২৪ পরগনা(উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ, এরিয়া : ১২৫২ বর্গফুট, দলিল হস্তান্তর নং আই- ০৫৮৬৪ তারিখ ২৩.০৩.২০১৪। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৫.১০.২০১৮ খ) ২৩,২৭,০০১.০০ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে /শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ০৮.০৭.২০১৯	ক) ২৩.৬৬ লাখ টাকা খ) ২.৩৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৮৩০৫২২৭৭৭)
১০.	ক) ই-ইউবিআই : আমতা ব্রাঞ্চ খ) সিং টিম্বার ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা শ্রী নীলকর সিং	**সম্পত্তি নং ১ :** জমি এবং ভবন পরিমাণ ২ শতক অবস্থিত আমতা বন্দর পাড়া, পো-আমতা, জেলা-হাওড়া, জেএল নং ১৪৩, হাল জেএল নং ১২১,আরএস খতিয়ান নং ১২৬, হাল খতিয়ান নং ৪৩১৬ এবং ৪৪২৩, দাগ নং ৬১, মৌজা - আমতা, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়বদ্ধ মজুত, বুক ঋণ, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি সমুদয়, অনুযায়ী শ্রী নীলকর সিংয়ের নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)** **সম্পত্তি নং ২ :** জমি এবং ভবন পরিমাণ ৮ শতক, আমতা বাংলো পাড়া, পো- আমতা,জেলা-হাওড়া, জেএল নং ১৪৩, হাল জেএল নং ১২১, আরএস খতিয়ান নং ২১৮২, এলআর খতিয়ান নং ২২৮৮/১, আরএস দাগ নং ১৭৯, এলআর দাগ নং ২৯২, মৌজা - আমতা, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, শ্রী নীলকর সিং এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০১.১২.২০২২ খ) ৬১,৬৭,২৪৩.২৪ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে /শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ গ) ০৮.০৭.২০১৯	সম্পত্তি - ১ ক) ১৭.৬৪ লাখ টাকা খ) ১.৭৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা সম্পত্তি - ২ ক) ২৭.৪৮ লাখ টাকা খ) ২.৭৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৮৩০৫২২৭৭৭)
১১.	ক) ই-ইউবিআই : নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ খ) ফণিনদ্রুদু ভেঙ্কটনালানুথালা ঋণগ্রহীতা এন ভি ফণিনদ্রুদু শ্রীমতি এন যোগিতা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি ৬ষ্ঠতলে,(দক্ষিণ-পূর্ব খোলা) পরিমাণ সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত এলএমসি সরণি , মৌজা-উত্তর বাকসারা,পো- বাকসারা, থানা - সাঁতরাগাছি, ওয়ার্ড নং ৪৫, সিএস দাগ নং ৭১৮, সিএস খতিয়ান নং ৪৫৭, আরএস দাগ নং ৭১৮, আরএস খতিয়ান ৮২৮, এলআর দাগ নং ১৫৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৯৭১ এবং ৩৩৪৪ , জেএল নং ০৭, জেলা -হাওড়া পিন - ৭১১১১০, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০০৫৭২-২০১৭ সালের, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী ফনীন্দ্রুদু ভেঙ্কটানালানুথালা নামে। (প্রতীকী দখলীকৃত)	ক) ১৩.০১.২০২২ খ) ১৬,৮৯,৯৬৪.৪৩ টাকা ০১.০১.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২০.০৪.২০২২	ক) ২২.০৫ লাখ টাকা খ) ২.২১ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৮৩০৫২২৭৭৭)
১২.	ক) পিএনবি-ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ (পূর্বতন ই-ইউএনআই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ) খ) শ্রীমতি শিপ্রা দাস এবং শ্রী গোপাল দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি২, ৪র্থতলে, (সামনের অংশে) অবস্থিত চারতলা ভবন (জি-৩) হোল্ডিং নং ২৭০০, নয়াবাদ ,প্লট নং ৩৪৬, জেএল নং ২৫, আরএস নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১, থানা - পূর্ব যাদবপুর (সাবেক কসবা), জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর-শিয়ালদহ, দলিল নং ১৯০৪০৮১৮৩-২০১৯ সালের। (প্রতীকী দখলীকৃত)	ক) ৩০.১০.২০২১ খ) ২০,৩০,০৬৬.০০ টাকা (কুড়ি লাখ তিরিশ হাজার ছেষট্টি টাকা) এনপিএ তারিখ/শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ০২.০৩.২০২২	ক) ২২.৬০ লাখ টাকা খ) ২.২৬ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯০৩৮৭৩২৬০২)
১৩.	ক) পিএনবি-ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ (পূর্বতন ই-ইউএনআই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ) খ) শ্রী সিদ্ধি নাথ পাইক এবং শ্রীমতি পুতুল পাইক	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ২, ২য়তলে (সামনের অংশে) পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি "কনিষ্ক অ্যাপার্টমেন্ট", অবস্থিত মৌজা - নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১, থানা-কসবা, বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, এডিএসআর শিয়ালদহ, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুল প্রেমিসেস নং ৩১১০৯০৮২৮১৫৪,কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ২৭.০৯.২০২১ খ) ২৬,৫৩,৪০২.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ তিপান্ন হাজার চারশো দুই টাকা) এনপিএ তারিখ /শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ০২.০৩.২০২২	ক) ২৪.০০ লাখ টাকা খ) ২.৪০ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯০৩৮৭৩২৬০২)
১৪.	ক) পিএনবি-ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ (পূর্বতন ই-ইউএনআই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ) খ) শ্রী স্বপন কুমার মোকামি এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা মোকামি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি২, ৩য়তলে, (সামনের অংশে)পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি "কণিষ্ক অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে অবস্থিত মৌজা - নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ৮৮, আরএস খতিয়ান নং১০১, থানা -কসবা, বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, এডিএসআর শিয়ালদহ, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুর প্রেমিসেস নং ২৭০০, নয়াবাদ ,কলকাতা - ৭০০০৯৯, অ্যাসেসি নং ৩১১০৯০৮২৮১৫৪ কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ২৭.০৯.২০২১ খ) ২০,৯৮,৩৮৬.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আটানব্বই হাজার তিনশো ছিয়াশি টাকা) এনপিএ তারিখ/শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ০২.০৩.২০২২	ক) ২৩.৩০ লাখ টাকা খ) ২.৩৩ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯০৩৮৭৩২৬০২)
১৫.	ক) পিনবি-ধর্মতলা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ (পূর্বতন ই-ইউএনআই ধর্মতলা ব্রাঞ্চ) খ) শ্রী সঞ্জিত ঘোষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ, হোল্ডিং নং ১৩, মন্ডল পাড়া রোড, তেঘড়িয়া, পো -রাজারহাট, থানা- বাগুইআটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১০.০১.২০২০ খ) ২৩,৬০,৭৬৮.৫০ টাকা (তেইশ লাখ ষাট হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) এনপিএ তারিখ/শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২৬.০২.২০২১	ক) ১৬.৭০ লাখ টাকা খ) ১.৬৭ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯০৩৮৭৩২৬০২)
১৬.	ক) পিএনবি-ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ (পূর্বতন ই-ইউএনআই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ) খ) শ্রী অরুণ কুমার পাল	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ১৯৪, কালীবাড়ি রোড, থানা -দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা- সুলতানপুর, আরএস নং ১৪৮, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, সিএস খতিয়ান নং ৫৭৫, সিএস দাগ নং ৩১৪, , আরএস দাগ নং ৩১৪/১০১৫,ওয়ার্ড নং ৮, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ২০৩, ৮৯০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ২৬.০৪.২০২১ খ) ২২,৩০,৫৪২.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশ বিয়াল্লিশ টাকা) এনপিএ তারিখ /শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ১৬.০৯.২০২১	ক) ১৯.৪৪ লাখ টাকা খ) ১.৯৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯০৩৮৭৩২৬০২)
১৭.	ক) পিএনবি-টিভোলি পার্ক শাখা খ) মেসার্স দত্ত অর্নামেন্টস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৭ ছটাক ১৮ বর্গফুট এবং নির্মাণ ৭০০ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে একতলা প্রে মিসেস নং ২০/২এ, তারক সিদ্ধান্ত লেন, থানা- বালি, বালি,হাওড়া, দাগ নং ১৫২৬৯, খতিয়ান নং ২৪৬৪, আরএস নং ১৭৬৯, জেএল নং ১৪, মৌজা- বালি, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬, (সাবেক বালি পুরসভা), এক (১) তলা বসবাসের ভবন ১ কিচেন এবং বারান্দা এবং ১কমন বাথ রুম, ২ বেড রুম, এবং একটি ঢাকা গ্যারেজ ৫০ বর্গফুট পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিকাশি এবং সমুদয় অংশের সকলের জন্য ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা সমুদয় সহ(দুই হুইলকার), পিন- ৭১১২০১, দান দলিল নং ০৩২৬৪-২০১৭ সালের অনুযায়ী শ্রীমতি চন্দ্রাণী দত্ত মুখার্জির নামে রেজিস্ট্রিকৃত এআরটি-১, কলকাতা। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০১.০১.২০২২ খ) ২২,৩০,৫৪২.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশ বিয়াল্লিশ টাকা) এনপিএ তারিখ /শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২৫.০৫.২০২২	ক) ১৫.১৭ লাখ টাকা খ) ১.৫২ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
১৮.	ক) কলকাতা শাখা খ) রিয়া ঘোষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৮এ, তৃতীয়তলে পূর্ব মুখী, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৭৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা - আরিয়াদহ-কামারহাটি, নিজ গ্রাম -আরিয়াদহ, থানা - বেলঘড়িয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ১, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, দাগ নং ৩৪৯০, খতিয়ান নং ১৬১০, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ১৭৭২/১, প্রেমিসেস নং ৩৭, উত্তর নওদাপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৭, কামারহাটি পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর, দমদম অধিক্ষেত্রাধীন বর্তমানে বেলঘড়িয়া, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,উল্লেখ্য দলিল নং ৩৫৬৮-২০১৯ সালের অনুযায়ী রিয়া ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৭.০২.২০২৩ খ) ২০,৪৮,৪৬৮.০০ টাকা এনপিএ তারিখ/শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ১১.০৫.২০২৩	ক) ১৮.১৪ লাখ টাকা খ) ১.৮২ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৮০৮০৮৮৩০)**
১৯.	ক) নিউ মার্কেট শাখা খ) র‍্যাকি ড্রেস মেকার স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা আবু আহমেদ আতিকুর রহমান জামিনদাতা সাবিনা পারভিন	সম্পত্তি -১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ১৬৬ বর্গফুট একতলায়(ঢাকা এরিয়া)কমবেশি প্রেমিসেস নং ৭ডি, স্যান্ডেল স্ট্রিট, (মৌলানা আবদুল রেজ্জাক মালিহাবাদ স্ট্রিট),ওয়ার্ড নং ৬২,পো এবং থানা - পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা - ৭০০০১৬, কেএমসি অধীন সম্পত্তি শ্রীমতি সাবিনা পারভিন এর নামে ,উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং১৯০২০০১৮৩-২০১৮ সালের । **(প্রতীকী দখলীকৃত)** সম্পত্তি -২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ১৬৬ বর্গফুট পঞ্চম তলায়(ঢাকা এরিয়া)কমবেশি প্রেমিসেস নং ৭ডি, স্যান্ডেল স্ট্রিট, (মৌলানা আবদুল রেজ্জাক মালিহাবাদ স্ট্রিট),ওয়ার্ড নং ৬২,পো এবং থানা - পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা - ৭০০০১৬, কেএমসি অধীন সম্পত্তি শ্রীমতি সাবিনা পারভিন এর নামে ,উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৯০২০১২৫৪-২০১৮ সালের । **(প্রতীকী দখলীকৃত)** সম্পত্তি -৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৭৫১ বর্গফুট এক তলায় প্রেমিসেস নং ৭ডি, স্যান্ডেল স্ট্রিট, (মৌলানা আবদুল রেজ্জাক মালিহাবাদ স্ট্রিট),ওয়ার্ড নং ৬২,পো এবং থানা - পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা - ৭০০০১৬, কেএমসি অধীন সম্পত্তি আবু আহমেদ আতিকুর রহমান এর নামে ,উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৯০২০৪৮৭৪-২০১৬ সালের । **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ২৬.০৪.২০২১ খ) ৩৭,১৭,৯৭৫.৮০ টাকা শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২৩.০৯.২০২১	সম্পত্তি - ১ ক) ৯.৬৭ লাখ টাকা খ) ১.০০ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা সম্পত্তি - ২ ক) ৯.৬৭ লাখ টাকা খ) ১.০০ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা সম্পত্তি - ৩ ক) ৩৬.৩০ লাখ টাকা খ) ৩.৬৩ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)**
২০.	ক) কলকাতা লিলুয়া শাখা খ) কার্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট কমবেশি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - কোন্নগর, জেএল নং৭, আরএস নং ১৭৫৯, তৌজি নং ৩৯৮৯, অরএস দাগ নং ২৯২৯, আরএস খতিয়ান নং ১৬৭৭, প্রেমিসেস নং ৩৩, ঋষি বঙ্কিম স্ট্রিট, (ঘোষপাড়া),কোন্নগর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৫স থানা -উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি,পিন - ৭১২২৩৫, উল্লেখ্য দলিল নং আই- ০২৭০৯-, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৫৮৪৫ থেকে ৫৮৬৪-২০১৪ সালের, এডিএসআরও শ্রীরামপুর, হুগলি, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী কার্তিক ভট্টাচার্য, পিতা প্রয়াত হেমন্ত ভট্টাচার্য নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৮.০২.২০২৩ খ) ১৩,৬৫,৪১৫.৯৫ টাকা শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ০৬.০৫.২০২৩	ক) ৪২.৫৬ লাখ টাকা খ) ৪.২৬ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)**

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে' http://www.mstcecommerce.com/**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https:www.mstcauction.com)** পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ৩১.০৮.২০২৩ মাধ্যমে (ক্রম নং ১-১৭ জন্য) এবং ২০.০৯.২০২৩ (ক্রম নং ১৮-২০ জন্য) নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের **https://www.mstcecommerce.com** ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস ২২৫ সি, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ (যোগাযোগের ফোন নম্বর - ০৭৯৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩ বা ১৮০০-১০৩-৫৩৪২)। আগ্রহী ডাকদাতা/ ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i.http://www.ibapi.in ii.http://www.mstcecommerce.com iii. www.pnbindia.in সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয়, IBAPI পোর্টাল থেকে (https://www.ibapi.in)।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (https:www.mstcauction.com) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম ১০,০০০.০০ টাকা হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **https:http://www.mstcecommerce.com/** অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, '**অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে 'যেখানে আছে তেমনই' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে' ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য উন্মুক্ত।

২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ :১১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতা

বোর্ড গঠন বানচাল করতে বিজেপির জয়ী সদস্যর সার্টিফিকেট খেয়ে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পেরে বোর্ড গঠন চলাকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দলের (বিজেপি) জয়ী সদস্যর সার্টিফিকেট কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা ব্যাপক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তবে সার্টিফিকেট কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেললেও বিজেপির এদিনের পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন এদিন তৃণমূল কংগ্রেস আটকাতে পারেনি। বিজেপির পক্ষ থেকে ওই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা হয়। তবে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪ নম্বর কমলাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৭ টি আসন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি - ৯ টি, তৃণমূল কংগ্রেস - ৭ টি ও কংগ্রেস - ১ টি আসনে জয়ী হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনার পরিবেশ ছিল। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শুরু হয় যাবতীয় প্রক্রিয়া। অথচ বেলা বাড়তেই আচমকা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চায়েত দপ্তরের ভেতরে যখন বোর্ড গঠনের জন্য প্রক্রিয়া চলছিল তখন হঠাৎ তৃণমূলের এক সদস্যা বিজেপির জয়ী এক সদস্যর শংসাপত্র হাত থেকে কেড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে নেয় বলে জানা যায়। এই খবর বাইরে আসতেই বিজেপি কর্মীরা চরম ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা হয়। ঘণ্টা দেড়েক পর বিজেপি ওই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে। বিজেপি পঞ্চায়েত পর্যায়ে যখন তখন তৃণমূল সদস্য সোনা টোপ্পো তাদের এক সদস্যর হাত থেকে শংসাপত্র ছিনিয়ে খেয়ে নেন। বোর্ড হাত ছাড়া হতে দেখে এমনই পথ বেছে নেয় তৃণমূল। যাতে বিজেপি বোর্ড গঠন করতে না পারে। কিন্তু তৃণমূলের সেই অপচেষ্টা রুখে দিয়ে বিজেপি বোর্ড গঠন করতে পেরেছে। যদিও বিজেপির আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের সোনা টোপ্পো।

ফুরফুরায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে বোমাবাজি ও ইট ছোঁড়াছুঁড়ি

বিধায়কের সঙ্গে পুলিশের বাদানুবাদ, আহত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ঘিরে সকাল থেকে তপ্ত ফুরফুরা। পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নামে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। আর এসবের মধ্যে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর বাড়িতে ইট ছোঁড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। নওশাদের অভিযোগ, এক পুলিশকর্মীই তাঁর বাড়িতে ঢিল মেরেছেন। তা নিয়ে নওশাদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া সেই ঘটনার রেশ এখনও চলছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও তপ্ত ফুরফুরা। দফায় দফায় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলেছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার দিনভর দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আইএসএফ কর্মীদের। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটেছে। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নওশাদ। অবরুদ্ধ হয়ে যায় শ্রীরামপুর-জাঙ্গিপাড়া রোড। গোলমালে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। আহত হয়েছেন অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার লাল্টু হালদারও। তবে এই গোলমালের পরিস্থিতির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়েছে ফুরফুরায়। প্রধান হয়েছেন রাজিয়া সুলতানা এবং উপপ্রধান হয়েছেন মৃগাঙ্কমোহন মাল।

বৃহস্পতিবার ফুরফুরার গন্ডগোল নিয়ে মুখ খুলেছেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার আমনদীপও। জানালেন, 'আমরা ফুরফুরাকে খুব সম্মান করি, বৃহস্পতিবার ফুরফুরা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ছিল। আমরা চেয়েছিলাম, যাতে ভালোভাবে সব কিছু হয়। তাই পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারও ছিলেন।' হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার জানাচ্ছেন, সকালে ওই এলাকায় কিছু লোক রাস্তা অবরোধ করেছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। তখন আইএসএফের কিছু লোক পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়।

ফুরফুরা শরিফে পীরসাহেবরা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার হঠাৎ ফুরফুরা দরবার শরিফ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ড যুদ্ধ থেকে শুরু করে গোটা এলাকায় অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। আক্রান্ত হয়েছেন ফুরফুরার বর্ষীয়ান পীর সাহেব ইব্রাহিম সিদ্দিকী ও ইউসুফ সিদ্দিকী সহ বেশ কিছু পীরজাদারা। কাঁদানে গ্যাস বোম ও ইট ভাঙা থেকে শুরু করে পুলিশের সঙ্গে চলে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগ পুলিশ ও তৃণমূলের সমর্থকরা জোট হয়ে তার বাড়িতে আক্রমণ করে। বৃহস্পতিবার ফুরফুরা শরিফে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করেই নাকি এই ঘটনার সূত্রপাত। স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, মোট ২৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ২৪টি আসন দখল করে বোর্ড করতে চাইলে তাকে বানচাল করার জন্য বিরোধীদল যে চক্রান্ত করছে সে কথাও বলেছেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CORRIGENDUM

Tender advt. published in this newspaper on **10.08.2023** for West Bengal Govt. e-Tender tender ID should be read as **2023_DTET_554979_2, 2023_DTET_555572_1, 2023_DTET_555590_1.**

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites quotation vide memo no. **08/Sampriti Mancha (A.C Machine)/ C.M/2023-2024, Dt:- 10-08-2023** for supplying & installation of power cable. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

NOTICE INVITING e-TENDER

1) e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/083/835/EO/2022-23 Dated-10/08/2023.

1) 2023_ZPHD_555784_1

Renovation of Blood Bank (2 unit) under Purbasthali-I P.S.

2) Tender Reference No- P-1/ 082/ 834/EO/2022-23 Dated-10/08/2023.

Soakpit with Grey Water Management Work at Srirampur

Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

W. B. GOVT TENDER

ABRIDGED TENDER NOTICE

Ref:-N.I.T No. 01 of 2023-24 of the E.E (A-I), Barasat (A-I) Division

Sealed tender is invited by the E. E. (A-I) Barasat (A-I) Division, Barasat, 24-Parganas (N) for the work **"Supply of Mechanical/ Electrical spares parts at different stores under Barasat / Habra / Basirhat / Bongaon Sub-Division under the jurisdiction of Barasat (A-I) Division during the financial year 2023-24.".**

1) Last Date & time of application for Tender - 17.08.2023 (up to 1-30 P.M)

Further details will be available from the office of the undersigned at Barasat, North 24-Parganas.

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Barasat (A-I) Division

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "14 Nos Development Works of Concrete Road at Various Places under **Baranagar Municipality", NIeT No: WBMAD/ BM/PWD/NIT- 66 (eSF)/ 2023-24 Dated-09.08.2023, Tender ID No. 2023_MAD_556026_1 To 2023_MAD_556026_14.** Bid submission of end date (Online) is **28.08.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites Tender for Renovation work of Operation and Maintenance of 9.61 MLD capacity Water Treatment Plant at beside Diamond Harbour Government Polytechnic under Diamond Harbour Municipal area for the period of 36 months including supply of spare parts & all consumable materials required for O&M work. **NIT No.:-WBMAD/ULB/DH/ WTP/05/321/(e)/23-24, Viz. Memo no.:- K-12(Tender)/A-394/D.H.M. Dated: 28.07.2023.** For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental website: **http// wbtenders.govt.in**

Sd/-
Chairman
Diamond Harbour Municipality

NOTICE INVITING TENDER

No. 02 of 2023-24 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub-Division, Purba Bardhaman

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) no. sealed tender consisting of Two groups as mentioned in Annexure-I in WB Form No. 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub-Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similiar types of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office of any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. **Last Date of Application and availability tender paper 22.08.2023 up to 2.00 P.M. and 23.08.2023 up to 2.00 P.M.** respectively.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division
Memari, Purba Bardhaman

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-03/23-24 Dt- 09-08-2023
Tender ID: 2023_WBAIC_555861_1

E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, Demonstration & Installation of Pump Sets, Agricultural Implements at Birbhum district from Bonafied Manufactuerers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.

Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**

Last Date for Submission: 31/08/2023 at 16:30 hrs.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ওয়েবসাইট দেখুন: www.hmcgov.in
অ্যাসিস্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট

হাওড়া পৌর নিগমের ৮নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ২৩ পি রোড হোল্ডিং এ জনৈক গোবিন্দ মান্না (ক্রয়কৃত জমির পরিমান ১ কাঠা -৮ ছটাক - ০ বর্গফুট) এল আর দাগ নং-২২৮, এল. আর. খতিয়ান নং- ৭০১৮, জে এল নং-১০৯, মৌজা বেলগাছিয়া কিসমত -এ জমি ক্রয় করেছেন এবং নিয়মানুযায়ী হাওড়া পৌর নিগমের কাছে নামপত্তনের (মিউটেশন) আবেদন জানিয়েছেন। নাম পত্তনের বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে হবে, অন্যথায় নিয়মানুযায়ী উক্ত নাম পত্তনের আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।

১১৭(১)/২৩-২৪ — কমিশনার হাওড়া পৌর নিগম।
১০.৮.২৩

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality from bonafide outsiders for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)
1	Construction of R.C.C. Elevated Reservoir of capacity 450 Cum.& staging height 20 m including construction of R.C.C. bore pile (600 mm dia).	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-08/2023-24	1.30 Crore
2	Construction of R.C.C. Elevated Reservoir of capacity 900 Cum.& staging height 20 m including construction of R.C.C. bore pile (600 mm dia).	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-08/2023-24	1.84 Crore

Last date for submission of tender on **05.09.2023 at 14:00 Hrs.**
For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

NABADWIP MUNICIPALITY
NABADWIP, NADIA

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip, Nadia.

Tender title:- NIT No:- NM/PWDT/NIT-002e (2nd Call)/2023-2024, NM/PWDT/NIT-003e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-004e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-005e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-006e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-007e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-008e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-009e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-010e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-011e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-012e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-013e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-014e/2023-2024, NM/PWDT/NIT-015e/2023-2024.

Tender ID:- 2023_MAD_555401_1, 2023_MAD_555484_1, 2023_MAD_555487_1, 2023_MAD_555490_1, 2023_MAD_555494_1, 2023_MAD_555496_1, 2023_MAD_555500_1, 2023_MAD_555502_1, 2023_MAD_555504_1, 2023_MAD_555505_1, 2023_MAD_555508_1, 2023_MAD_555511_1, 2023_MAD_555512_1, 2023_MAD_555742_1.

Type of Work:- Supply of Ambulance, Area Lease, Cement, Conc Work, & Bituminus Road Work.

Bid Submission Start Date:- 10.08.2023.
Bid Submission End Date:- 24.08.2023 at 5:00 PM.

N.B.:- Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality.

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
1st Corrigendum Notice

Tender Reference No.: BM/PWD/e-NIT/3512 (2nd Call), Date: 20/07/2023. Tender ID: 2023_MAD_549498_1.

Sl. No.	Description	Existing Date & Time	Revised Date & Time
1.	Bid Submission End Date & Time	07.08.2023 at 05:00 PM	16.08.2023 at 05:00 PM
2.	Technical Bid Opening Date & Time	10.08.2023 at 02:00 PM	21.08.2023 at 02:00 PM
3.	Financial Bid Opening Date	To be notified subsequently.	

Sd/- Chairman
Bhadreswar Municipality

SBI — **এসবিআই বনিতাবলা শাখা, কোড- ০৬৭৮৭**
পোস্ট - যদুবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া- ৭১১৩১৬
টেলিফোন- (০৩৩), ২৬৬১ ০২২৭, পঃবঃ, ই-মেইল : sbi.06787@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিলাম অফিসারের বিবরণ : নাম: অজিৎ কুমার সিং, ই-মেল আইডি-: cmcreditandnpar1.zohow@sbi.co.in মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৭৬৩২২

সিকিউরিটিজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাংকের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদ বিক্রয়

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফায়েসি এক্ট ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি (গুলি) দখল নিয়েছেন। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে চার্জকৃত সম্পত্তি/গুলি ই-অকশন (সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে) অনুষ্ঠিত হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এর ভিত্তিতে।

ক. ঋণগ্রহীতা(গণ) সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ. জামিনদার(গণ) এর নাম	ক) বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য যে সম্পত্তি/গুলি বিক্রি করা হবে খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ ঘ) টাইটেল ডিড হোল্ডারদের নাম	স্থাবর সম্পত্তি/গুলির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বর্ধিত পরিমান	অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র / কেওয়াইসি ডকুমেন্টস/ ইএমডির প্রমাণ ইত্যাদি জমা দেওয়ার তারিখ এবং সময়।	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
(ক) শ্রী অনন্যা মাইতি, পিতা- হরি সাধন মাইতি, গ্রাম - দ্বীপমালিতা, পোস্ট - বিরামপুর, থানা-বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, শ্রী অচিন্ত্য মাইতি, পিতা- হরি সাধন মাইতি, গ্রাম - দ্বীপমালিতা, পোস্ট - বিরামপুর, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, (খ) উপলব্ধ নয়	ক) ৯২৫৯৩৯.০০ টাকা ১২.০২.২০১৮ অনুযায়ী তদুপরি হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি। খ) ০২.০৮.২০১৯ গ) ০৬.০২.২০২০ ঘ) শ্রী অনন্যা মাইতি এবং অচিন্ত্য মাইতি, উভয়েরই পিতা- হরি সাধন মাইতি	বিল্ডিং সহ ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - দ্বীপমালিতা, জেএল নং- ০১৭, খতিয়ান নং- ৬৫৮ (সাবেক), ২২৯ (হাল), ১৩০১ ও ১৩০২, দাগ/প্লট নম্বর- ১১২৭ (সাবেক), ১১৮৮(হাল), থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, ২০০৯ সালের টাইটেল ডিড নং - ০২০৮২, বই নং-১, সিডি ভলিউম নং-০৬, পৃষ্ঠা নং-২০৬৪ থেকে ২০৮০, এডিএসআর-বাগনান, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীদের নাম শ্রী অনন্ত মাইতি এবং অচিন্ত্য মাইতি, উভয়েরই পিতা- হরি সাধন মাইতি, গ্রাম - দ্বীপমালিতা, পোস্ট - বিরামপুর, থানা-বাগনান, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর-পাকা রোড, দক্ষিণে- শরৎ মাইতির সম্পত্তি, পূর্বে- মুকুল মাইতির বাস্তু, পশ্চিমে- মানিক মাইতির বাড়ি অ্যাবাটিং রোড।	ক) ৭,৮০,০০০.০০ টাকা খ) ৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১০,০০০.০০ টাকা	১২.০৯.২০২৩ তারিখে বা পূর্বে বিকাল ৫টা পর্যন্ত	১৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত, প্রতিটি ডাকদানের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত

ই-অকশনের শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. ই-অকশন **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং **"অনলাইন"** এ পরিচালিত হবে। নিলামটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ওয়েব পোর্টালের নাম- **https://sbi.auctiontiger.net** এবং **হেল্প লাইন নং- ৯০০২৭১৫০৩৪**, ০৭৯৪০২৩০৮১২-৮৩৮ এবং প্রবীন থেভার, **মো- ০৬৩৫১৮৯৬৮৩৪,** এবং ইমেল আইডি- Praveen.thevar@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net। অনলাইন ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সহ ই নিলাম দরপত্রের নথি **https://sbi.auctiontiger.net, http//www.sbi.co.in.**-এ উপলব্ধ।

২. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং জানা তথ্যে অনুযায়ী, সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দায়বদ্ধতা নেই, যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়-দায়িত্বে নিলামে রাখা সম্পত্তির শিরোনাম এবং দাবি, সম্পত্তির অধিকার/ পাওনা/ প্রভাবিত সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। ই-অকশনের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে। সম্পত্তিটি ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

৩. ইচ্ছুক ক্রেতা/দরপত্রদাতাদের **এসবিআই-বানিতবলা শাখার অনুকূলে NEFT/RTGS/DD এর মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে, সুবিধাভোগীর নাম- স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনন্ত মাইতি এবং অচিন্ত্য মাইতির এ/সি, আইএফএসসি কোড- SBIN0006787,** অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বানিতবলা শাখার অনুকূলে কাটা ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে, যে কোনও জাতীয়করণ বা তফসিলি ব্যাঙ্ক এ জমার মাধ্যমে।

৪. ইচ্ছুক দরদাতাকে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্র সহ ইউটিআর নম্বরের মতো ইএমডি জমার প্রমাণ, (১) সনাক্তকরণের প্রমাণ (কেওয়াইসি) যেমন ভোটার আইডি কার্ড/আধার কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ পাসপোর্ট ইত্যাদি এর স্ব-প্রত্যয়িত কপি জমা দিতে হবে, (২) যোগাযোগের জন্য বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, (৩) দরদাতার প্যান কার্ড (৪) বৈধ ই-মেইল আইডি (৫) দরদাতার যোগাযোগ নম্বর (মোবাইল/ল্যান্ডলাইন) ইত্যাদি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসারের কাছে,

৫. মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড -এর **https://sbi.auctiontiger.net** পোর্টালে অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বনিতবলা শাখা দ্বারা চিহ্নিত করা হবে এবং যোগ্য দরদাতাদের প্যান যাচাইকরণের পরে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।

৬. আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা।

৭. উপরোক্ত সম্পত্তির ই-নিলাম/বিডিং দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত সময়সূচী তারিখ এবং সময়ে ঠিক করা হবে। দরদাতা প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে 'বিড ইনক্রিমেন্ট অ্যামাউন্ট' কলামের অধীনে উল্লিখিত পরিমাণের একাধিক পরিমাণে তাদের অফারটি উন্নত করবে, যদি ই-নিলামের শেষ সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে বিড স্থাপন করা হয়, তাহলে বন্ধের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। যে দরদাতা ই-নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ করে সর্বোচ্চ দর জমা দেবেন (সংরক্ষিত মূল্যের নীচে নয়) তাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং সেই প্রভাবের জন্য একটি যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জারি করা হবে যা অনুমোদিত অফিসারের /সুরক্ষিত পাওনাদার অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

৮. সফল দরদাতার (সর্বোচ্চ দরদাতা) ইএমডি আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং অসফল দরদাতার ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। বায়না অর্থ আমানত কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের সাথে সাথে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে এবং কেবলমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিচক্ষণতায়। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমা না করায় পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে, ইতিমধ্যেই জমা করা সম্পত্তি এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি/পরিমান এর বিষয়ে কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।

৯. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অনলাইন ই অকশন এর প্রশিক্ষণ নিতে পারে। অথরাইজড অফিসার/ব্যাঙ্ক বা মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড কে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/পাওয়ার ব্যর্থতা/অন্যান্য প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য দায়ী করা হবে। এই ধরনের আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা প্রযুক্তিগতভাবে পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিয়ে সজ্জিত থাকে ই-অকশন ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য।

১০. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সকল সংবিধিবদ্ধ/অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

১১. অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ অফারটি গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব (গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা যেকোনো পর্যায়ে নিলাম স্থগিত/ স্থগিত/ বাতিল বা নিলাম থেকে কোনও সম্পত্তি বা অংশ প্রত্যাহার করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া।

১২. বিক্রয় শংসাপত্রটি শুধুমাত্র ক্রেতা/আবেদনকারীর নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না।

১৩. বিক্রয় সিকিউরিটিজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে।

১৪. এটি উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকেও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যা তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরোক্ত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

১৫. এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ (৬) এর অধীনে প্রয়োজনীয় ত্রিশ দিনের (৩০ দিন') নোটিশ।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৩,
স্থান: বাণীতবলা, উলুবেড়িয়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(৪.৫১)	(৬.৮১)	(৯.৪৯)	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৪.৫১)	(৬.৮১)	(৯.৪৯)	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৪.৫১)	(৫.৪৮)	(৯.৪৯)	১১১.১৪
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	(৪.৫১)	(৫.৪৮)	(৯.৪৯)	১১১.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,২৩২.১৭
মৌলিক ও মিশ্রিত আয় শেয়ার প্রতি (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.২০)	(০.২৪)	(০.৪২)	৪.৯৬

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ অগস্ট, ২০২৩

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৮৬২.৭৩	৩৫,৭০৮.৩৭	১৩,৫৩৬.৯৫	১০৩,৪১১.৫৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	২,৯৬৩.৫৫	৭,৬০৩.৪১	২,১৩৯.২৮	১৯,০১২.৬৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৯৬৩.৫৫	৭,৬০৩.৪১	২,১৩৯.২৮	১৯,০১২.৬৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,২০৬.২৪	৫,৮৬৩.৪৮	১,৫৯৬.৯২	১৪,৩০২.৮৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২,১৯৬.১১	৫,৮৪৫.৪৭	১,৫৯০.৬৫	১৪,২৬৬.০৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৬৪,৭২৫.৮২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	২২.৫৯	৬০.০৩	১৬.৩৫	১৪৬.৪৪
	২. মিশ্রিত	২২.৫৯	৬০.০৩	১৬.৩৫	১৪৬.৪৪

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ১০ অগস্ট, ২০২৩ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১০ অগস্ট, ২০২৩

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৬,২৪২.৪৭	৫৭,৯১৫.৯৯	৩০,১২৫.৫১	১৮১,২৯৮.৫৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৫,৪৯১.৯০	১০,৮৬৬.৪৫	৪,০৩১.৫৬	২৯,৪৯৯.২৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৪৯১.৯০	১০,৮৬৬.৪৫	৪,০৩১.৫৬	২৯,৪৯৯.২৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,০৪২.৮৮	৭,৯৩৫.৮৬	৩,০২৪.৬১	২১,৯৬৭.৭৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,৮৬৯.৮৮	৬,৯৫৩.৩৬	১,১৬৫.৪১	২০,৭১৫.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮০,০০৬.৪৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	৩২.৫৪	৭৩.১৭	২৫.১১	১৯৩.৬৮
	২. মিশ্রিত	৩২.৫৪	৭৩.১৭	২৫.১১	১৯৩.৬৮

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ১০ অগস্ট, ২০২৩ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১০ অগস্ট, ২০২৩

‘যুবির পর ৪ নম্বরে নামার মতো ব্যাটার আর পাইনি’

বিশ্বকাপের আগে আক্ষেপ রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ থেকে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সমস্যা চার নম্বর ব্যাটার। মিডল অর্ডারে ধারাবাহিক ক্রিকেটার পায়নি দল। অনেক ব্যাটারকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু দলকে ভরসা জোগাতে পারেননি কেউ। এ বার ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিলেন সে কথা। জানিয়ে দিলেন, যুবরাজ সিংহের পরে কোনও চার নম্বর ব্যাটার তাঁরা পাননি।

আর দু’মাস পরেই দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ। তার আগে চার নম্বর ব্যাটার নিয়ে আক্ষেপ করেছেন রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেন, ‘‘চার নম্বর ব্যাটার আমাদের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। যুবরাজের পরে কেউ নিজের জায়গা পাকা করতে পারেনি।’’

শ্রেয়স আয়ারকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল ভারত। এই মিডল অর্ডার ব্যাটার ভারতের হয়ে চার নম্বরে ২০টি ম্যাচে ৮০৫ রান করেছেন। ৪৭.৩৫ গড়ে রান করেছেন তিনি। দু’টি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চোটে রয়েছেন তিনি। অস্ত্রোপচার হয়েছে। চোটের ফলে বার বার তাঁদের মিডল অর্ডারে সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রোহিত। তিনি বলেন, ‘‘শ্রেয়স অনেক দিন ধরে চার নম্বরে ভাল ব্যাট করছিল। কিন্তু চোট পেয়ে গেল। বড় চোট পাওয়ায় অনেক দিন বাইরে থাকতে হচ্ছে ওকে। গত ৪-৫ বছর ধরে এই সমস্যা হয়েছে আমাদের। অনেকে চোট পেয়েছে। ফলে বার বার নতুন ব্যাটারদের খেলাতে হয়েছে। কেউ জায়গা পাকা করতে পারেনি।’’

রোহিত যখন অধিনায়ক ছিলেন না, তখনও এই সমস্যা ছিল। বিরাট কোহলিকেও মিডল অর্ডারের সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে এই সমস্যা চলায় আখেরে ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষতি হয়েছে বলে মত রোহিতের। ভারত অধিনায়ক বলেন, ‘‘আমি যখন অধিনায়ক ছিলাম না তখনও এই সমস্যা দেখেছি। বার বার ক্রিকেটারেরা চোট পাওয়ায় ছিটকে গিয়েছে। নতুনেরা এসে নানা রকমের চেষ্টা করেছে। তার পরে আবার তাদের মধ্যে অনেকে চোট পেয়েছে। অনেকে তো চোটের পরে নিজেদের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে।’’

এখনও চার নম্বর নিয়ে সমস্যায় রয়েছে ভারত। কখনও সূর্যকুমার যাদব, কখনও ঈশান কিশন, কখনও বা শুভমন গিলকে খেলানো হয়েছে। কিন্তু কেউ তেমন সাফল্য পাননি। তার ফলে এখনও মিডল অর্ডার নিয়ে নির্ভরতা পাচ্ছে না ভারত। আর দু’মাস পরেই বিশ্বকাপ। এ বারও যাতে এই সমস্যা ভারতকে না ভোগায় সেই চিন্তা এখন থেকেই ঢুকে পড়েছে রোহিতের মনে।

‘ইংল্যান্ডের ২ মিনিট আর শেষ হয়নি’, অ্যাশেজে মদ্যপান বিতর্কে মুখ খুললেন অসি ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাশেজ সিরিজ়ের শেষে রীতি অনুযায়ী মদ্যপানের আয়োজন করা হয় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের জন্য। এ বারের অ্যাশেজ শেষ হওয়ার পর সেই অনুষ্ঠানে যাননি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা। আগেই অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন বেন স্টোকসেরা। ইংরেজদের আচরণ নিয়ে এ বার মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ট্র্যাভিস হেড।

ওভাল টেস্টের শেষ দিন স্টোকসদের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন প্যাট কামিন্সেরা। ইংল্যান্ড দলকে ডাকতেও গিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। স্টোকসদের জন্য অপেক্ষা করার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন হেড। তিনি জানিয়েছেন, দু’বার ইংল্যান্ডের সাজঘরের দরজায় টোকা দিয়েও স্টোকসদের সাড়া পাননি তাঁরা। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা কেন মদ্যপানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেরি করছিলেন, তা বুঝতে পারেননি তাঁরা। হেড বলেছেন, ‘‘খেলা শেষ হওয়ার পর আমরা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। আমরা জানতাম, ইংল্যান্ডের দু’জন অবসর নিচ্ছে। এক জন সাপোর্ট স্টাফেরও শেষ সিরিজ ছিল অ্যাশেজ। আমরা ওদের সাজঘরের দরজায় দু’বার টোকা দিয়েছিলাম। দু’বারই বলা হয়েছিল ২ মিনিট অপেক্ষা করার জন্য।’’ ইংল্যান্ড দলের সেই ২ মিনিট আর শেষ হয়নি বলে জানিয়েছেন হেড। তিনি বলেছেন, ‘‘ওদের ২ মিনিট ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সবার খুব হতাশ লেগেছিল। বিরক্ত লেগেছিল।’’

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা পরে নাইট ক্লাবে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেখানে দু’দলের সব ক্রিকেটার ছিলেন না। তা নিয়ে হেড বলেছেন, ‘‘পরে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। ইংল্যান্ডের কয়েক জনের সঙ্গে আলাদা করে যোগাযোগ করেছিলাম। ওদের সঙ্গে আমার একটু বেশি বন্ধুত্ব রয়েছে। সেটা আগে থেকে ঠিক ছিল না। সিরিজ শেষের অনুষ্ঠান পূর্ব নির্ধারিত ছিল। ওই অপেক্ষাটা আমাদের দলের সকলের খুব বিরক্তিকর মনে হয়েছিল।’’

নাইট ক্লাবে স্টোকসদের সঙ্গে দেখা হওয়া প্রসঙ্গে হেড বলেছেন, ‘‘ওখানে আমরা এক সঙ্গে যাইনি। তেমন পরিকল্পনাও ছিল না। সোমবার রাতে দু’দল পরস্পরকে এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছিল। সোমবার রাতে যাওয়ার মতো জায়গা লন্ডনে খুব বেশি নেই। সে জন্যই হয়তো দুটো দল কাকতালীয় ভাবে একই জায়গায় গিয়েছিল। আমরা এক সঙ্গে দু’এক পাত্র পান করেছিলাম। আমাদের বিমান ধরার তাড়া ছিল।’’ নাইট ক্লাবে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের সঙ্গে খানিকটা হাসি-ঠাট্টা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন হেড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে সাফল্যের পুরস্কার পেলেন শুভমন-কুলদীপেরা

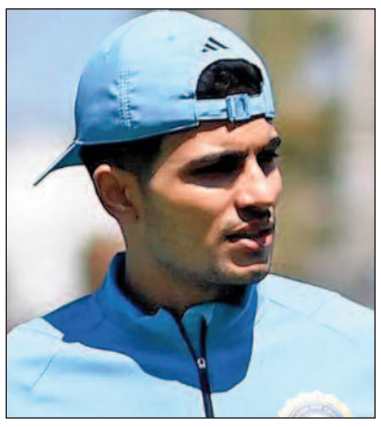

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ়ে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। আইসিসির এক দিনের ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় উন্নতি করলেন শুভমন গিল, ঈশান কিশন, হার্দিক পাণ্ড্য, কুলদীপ যাদবেরা। না খেলেও জায়গা ধরে রেখেছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা।

বুধবার এক দিনের ক্রিকেটের নতুন ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। সেই তালিকায় দু’ধাপ উঠে এসেছেন শুভমন। নতুন ক্রমতালিকায় তিনি রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। এক দিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় এটাই শুভমনের সেরা অবস্থান। প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছেন কোহলিও। তিনি রয়েছেন নবম স্থানে। অধিনায়ক রোহিত রয়েছেন ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ১১ নম্বরে। কোহলি এবং রোহিতের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ন’ধাপ এগিয়ে ৩৬ নম্বরে উঠে এসেছেন ঈশান। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ়ে শেষ দু’টি ম্যাচ খেলেননি কোহলি এবং রোহিত। প্রথম ম্যাচে খেললেও ব্যাট করতে নামেননি প্রাক্তন অধিনায়ক। রোহিত নেমেছিলেন সাত নম্বরে। তবু ক্রমতালিকায় নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন তাঁরা। প্রথম দু’ম্যাচে ৩৪ রান করা শুভমন গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ৯২ বলে ৮৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেই ইনিংসের সুবাদে তিনি ক্রমতালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন। তিনটি ম্যাচেই অর্ধশতরান করার পুরস্কার পেয়েছেন ঈশান।

এক দিনের ক্রিকেটে বোলারদের ক্রমতালিকাতেও উন্নতি হয়েছে ভারতীয়দের। প্রথম ১০-এ উঠে এসেছেন কুলদীপ। চার ধাপ এগিয়ে তিনি রয়েছেন ১০ নম্বরে। এক দিনের সিরিজ না খেলা মহম্মদ সিরাজ আগের মতোই রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। কুলদীপের মতো চার ধাপ এগিয়েছেন শার্দূল ঠাকুরও। তিনি এক দিনের ক্রিকেটে বোলারদের ক্রমতালিকায় রয়েছেন ৩০ নম্বরে। আট ধাপ এগিয়ে হার্দিক রয়েছেন ৭৫ নম্বরে। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি এবং রবীন্দ্র জাডেজা পিছিয়ে গিয়েছেন ক্রমতালিকায়। দু’ধাপ পিছিয়ে বুমরা ৩২ নম্বরে, তিন ধাপ পিছিয়ে শামি ৩৩ নম্বরে এবং এক ধাপ পিছিয়ে জাডেজা ৭৬ নম্বরে। যুজবেন্দ্র চহাল আগের মতোই ৫০ নম্বরে রয়েছেন। বোলারদের ক্রমতালিকার শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজলউড।

স্টেডিয়াম থেকে সরে গেল পোস্টার, বন্ধ হল জার্সি বিক্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি করছে প্যারিস সঁ জরমঁ। মূল দলের সঙ্গে এমবাপের অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আগেই। এ বার সরিয়ে দেওয়া হল ফরাসি স্ট্রাইকারের পোস্টার। ক্লাবের দোকানে বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হল এমবাপের জার্সিও। তা হলে কি পিএসজিতে এমবাপে অধ্যায় শেষ হতে চলেছে?

নতুন চুক্তি সই নিয়ে এমবাপে-পিএসজি জট কাটছে না। বরং আরও জটিল হচ্ছে দু’পক্ষের সম্পর্ক। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাকমরসুম সফরের পর গত সোমবার থেকে মূল দলকে নিয়ে অনুশীলন শুরু করেছেন কোচ লুই এনরিকে। সেই অনুশীলনে প্রবেশাধিকার নেই এমবাপের। তিনি সকালে অনুশীলন করছেন ক্লাবের অতিরিক্ত ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রাকমরসুম সফরেও তাঁকে নিয়ে যায়নি পিএসজি। তাতেও সুর নরম করেননি এমবাপে। তাই তাঁর উপর চাপ আরও বৃদ্ধি করতে নতুন পথ নিয়েছেন পিএসজি কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের স্টেডিয়াম থেকে খুলে ফেলা হল এমবাপের পোস্টার। প্যারিসে ক্লাবের নিজস্ব দোকানে বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমবাপের নাম লেখা জার্সি। এ সব দেখে মনে করা হচ্ছে, এমবাপেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এমবাপের সঙ্গে ২০২৪ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে পিএসজির। ফ্রান্সের ক্লাবটি চাইছে তাঁর সঙ্গে আরও ১২ মাসের চুক্তি করতে। ৩১ অগস্টের মধ্যে তাঁকে নতুন চুক্তি সই করতে বলেছেন পিএসজি কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের এই প্রস্তাবে রাজি নন এমবাপে। তিনি চান চুক্তি শেষ হওয়ার পর ফ্রি ফুটবলার হিসাবে নতুন চুক্তি করতে। অন্য ক্লাবেও যাতে ফ্রি ফুটবলার হিসাবে যোগ দিতে পারেন, সেই রাস্তা খোলা রাখতে চান ফরাসি স্ট্রাইকার। একাধিক বার আলোচনার পরেও সহমত হতে পারেননি দু’পক্ষ।

ডার্বির আগে বড় জয় মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের ডার্বির আগে ফুরফুরে মেজাজে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কলকাতা লিগে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-কে ৫-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন। যদিও যে দল ডুরান্ডে খেলবে সেই দলের প্রায় কেউই কলকাতা লিগের ম্যাচে খেলেননি। তরুণদেরই নামিয়েছিলেন কোচ বাস্তব রায়। তাঁদের দিয়েই কার্যসিদ্ধি করলেন তিনি। এফসিআইকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় কালীঘাট মিলন সঙ্ঘ ও ডায়মন্ড হারবার ক্লাবকে টপকে শীর্ষে চলে গেল সবুজ-মেরুন।

কলকাতা লিগে এফসিআইকে ৫-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন

কলকাতা লিগের পরিচিত মুখ সুহেল আহমেদ ভাটকে খেলাননি বাস্তব। ডুরান্ডেও নিয়মিত খেলছেন সুহেল। ডার্বিতে তাঁকে খেলাতে পারেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো। সেই কারণে হয়তো তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তার পরেও কিয়ান নাসিরি, নংদোম্বা নাওরেম, রাজ বাসফোরেরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিলেন। লাগাতার আক্রমণের ফলও পায় বাগান। ২৭ মিনিটে দলের প্রথম গোল করেন রাজ। কর্নার থেকে বল পান দীপেন্দু বিশ্বাস। তাঁর পাসে গোল করেন রাজ। ১-০ এগিয়ে যায় বাগান। বিরতির ঠিক আগেই ব্যবধান আরও বাড়ান ভিয়ান মুরগড। টাইসন সিংহ দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সের মধ্যে ভিয়ান জন্য বল সাজিয়ে দেন। গোল করেন ভিয়ান। ২-০ এগিয়ে বিরতিতে যায় বাগান।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধার কমায়নি বাগান। ৫৭ মিনিটেই দলের তৃতীয় গোল করেন নাওরেম। এফসিআইয়ের রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান নাওরেম। গোল করতে ভুল করেননি ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার। খেলা যত গড়াচ্ছিল, চাপ তত বাড়াচ্ছিলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা। এফসিআইয়ের ফুটবলারদের শারীরিক ভাষা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, হার মেনে নিয়েছে তারা। তবে তখনও বাগানের গোল করা বাকি ছিল।

৮৪ মিনিটের মাথায় ব্যবধান ৪-০ করেন দিপেন্দু। বাগানের এই ডিফেন্ডার প্রতিপক্ষ বক্সে গিয়ে টাইসনের ক্রসে হেড দিয়ে গোল করেন। দু’মিনিট পরে লাল কার্ড দেখেন এফসিআইয়ের ফুটবলার। সংযুক্তি সময়ে দলের পাঁচ নম্বর গোল করেন টাইসন। দু’টি গোল করানোর পরে অবশেষে গোল করেন বাগানের এই উইঙ্গার। গতিতে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের পরাস্ত করে বক্সে ঢুকে ডান পায়ের শটে গোল করেন টাইসন। ৫-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে বাগান।

SOMANY
টাইলস্ | বাথওয়্যার
জমিন সে জুড়ে

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড

(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)

একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

৩০.০৬.২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক সমাপ্তি অনুসারে

(লক্ষ টাকার এককে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি
	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
সঞ্চালনা জনিত মোট আয়	৫৭,৯০৫	৬৭,২৬৫	৫৪,৪৪১	২,৪৪,২৭০	৫৮,৬৫৩	৬৭,৯২২	৫৫,৯১৩	২,৪৭,৮৫১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব / বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে	৩,৪৮৩	৩,৬৯৩	৩,২৩৮	১২,২৮৯	২,৫০৩	৩,৪১৯	২,৬২৬	৯,৫০৪
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব / বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর	৩,১৪৬	৩,৬৯৩	৩,২৩৮	১২,১৯২	১,৮৪১	৩,৪১৯	২,৬২৬	৯,২৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী / বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে	২,৩৩৯	২,৬৭১	২,৪১৩	৯,০০৯	১,২৫৭	২,৪৪০	১,৯৩৬	৬,৬৯২
উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	২,৩৩৯	২,৬৬৮	২,৪১৩	৮,৯৩৩	১,২৫৭	২,৪৪৩	১,৯৩৬	৬,৬৩৫
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				৭৭,৪৭১				৭৭,৮৪৮
শেয়ার প্রতি আয়								
বেসিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৫.৫১	৬.২৯	৫.৬৮	২১.২১	৩.৪৩	৫.৭৩	৪.৮৪	১৬.৮৩
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৫.৫০	৬.২৯	৫.৬৮	২১.২১	৩.৪২	৫.৭৩	৪.৮৪	১৬.৮৩

মন্তব্য:

১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট http://www.somanyceramics.com থেকে এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট http://bseindia.com ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট http://nseindia.com থেকে উপলব্ধ হবে।

২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ : আগষ্ট ১০, ২০২৩
স্থান : নয়ডা

সোমানি সিরামিকস্‌র পক্ষে

শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN 00021423

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**